দর্পণ

শামছুর রহমান খাঁ

দর্পণ

শামছুর রহমান খাঁ

NOTEBOOK
PROKASH

আগামীর সাহিত্য সৃষ্টিতে...

দর্পণ

শামছুর রহমান খাঁ

প্রকাশক

মোঃ আনোয়ার হোসেন

নোটবুক প্রকাশ

আঃ রহিম ভবন (নিচতলা), কামারপাড়া, নবাবগঞ্জ-৫২৮০, দিনাজপুর।

ইমেইল ঃ notebookprokash@gmail.com

মোবাইল : ০১৭৭১-৫৯৪৫০৫ ।। ০১৫৭৫৫৪০০০৮

প্রকাশকাল:

জানুয়ারী - ২০২৫

গ্রন্থস্বত্ব © কবি

প্রচ্ছদ

সাহাদাত হোসেন

অনলাইন পরিবেশক

www.notebookprokash.com ।। www.rokomari.com

বইমেলা পরিবেশক

আলোর ঠিকানা প্রকাশনী

মুদ্রণ

নোটবুক প্রিন্টিং সার্ভিস ৩/এ/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা -১১০০

মূল্যঃ ২৫০/- টাকা মাত্র

DORPON: a book of poetry by **SHAMSUR RAHMAN KHA**

Published by Md Anwar Hossain Of NOTEBOOK PROKASH

Ab. Rahim Bhaban, Ground Floor, Kamarpara, Nawabgonj-5280, Dinajpur.

www.notebookprokash.com

ISBN: 978-984-99384-7-7

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা মুন্সি মোঃ আদম আলী খাঁ এবং আম্মা মোছাঃ সুরতজান বিবির স্মৃতির প্রতি।

আপনাদের কাছ থেকে পাওয়া, নৈতিক আদর্শ। এবং মনুষ্যত্বের আলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে, আমার লেখা "দর্পন"।
যা সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি,
আপনাদের স্মৃতিকে আকড়ে থাকার শেষ অবলম্বন।
আমার এই লেখার মাধ্যমে লাখো পাঠকের কাছে আপনাদের আত্মার শান্তির জন্য দোয়া প্রার্থনা করি।

ভূমিকা

মহান আল্লাহর অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন পূর্বক, আমি নাদান শামছুর রহমান খাঁ।

বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে উপলব্ধি করতে পারলাম যে, জীবনের প্রয়োজনে, সময়ের ব্যবধানে জীবিকার সন্ধানে, মানুষকে ছাড়তে হয় তার আপন গৃহ। গ্রহণ করতে হয় নতুনত্ব। আর এই চরম সত্য ক্ষণস্থায়ীর জন্য না। এটা অনন্ত এবং আদি সত্য। এই সত্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে নশ্বর পৃথিবীর মায়া ছেড়ে আমাকেও একদিন চলে যেতে হবে। কর্ম ব্যস্ততার মাঝে এই দেশ, মাটি ও মানুষ আমাকে ভুলে যাবে। শুধু পড়ে রবে আমার লেখা এই "দর্পন"।

আমার বুক ভরা আশা এবং অভিজ্ঞতার নির্যাস দিয়ে অতি যত্নে গম্ভীর বাংলা শব্দের সংমিশ্রণে বইটি লিখেছি। এবং সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। শুনেছি, যে ব্যক্তি হৃদয় দিয়ে সাহিত্য ভালোবাসে সে কখনও মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি এই কাব্যগ্রন্থ মানুষের গভীর অনুভুতিকে আলিঙ্গন করবে। এবং বাস্তবতার মীমাংসিত সত্য মেনে নিয়ে, নতুন কাজের উদ্দীপনা পাবে। যা দেশ ও সমাজের উপকারে আসবে বলে আমি মনে করি।

আসুন আমরা সবাই ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার এই দুনিয়ায় ,
দিনের কিছুটা সময় বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলি।

অবিরাম ভালোবাসা রইল 'দর্পন' কাব্যগ্রন্থের সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর জন্য। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই, আমার পরম ভালোবাসবার পুতা ছেলে (পুত্রের পুত্র) মাসুদ রানাকে। যার অক্লান্ত পরিশ্রমে আমার লেখাগুলো আপনাদের সামনে বই হিসাবে উপাস্থান করতে পেরেছি।

লেখক

সূচিপত্র

শহীদ স্মরণে ৯
সূর্য সেনা স্মরণে ১০
অপরূপা বাংলা ১২
উপদেশ ১৩
আযান ১৪
কৈশোর স্মৃতি ১৫
সাধনা ১৬
সন্ধ্যা ১৭
প্রভাতী ১৮
অন্তিম হিসাব ১৯
বিদ্যা ২০
আমার বাংলাদেশ ২১
কালবৈশাখী ২২
মহানুভবতা ২৩
মা ২৬
মরুজ্যোতি ২৭
স্বাধীনতার সুখ ২৮
অকৃতজ্ঞ ২৯
পাহাড় ৩০
সমুদ্র ৩১
মাতৃ ভক্ত বালক ৩২
বসন্তে ৩৩
আমাদের গ্রাম ৩৪
হিসাব ৩৫
মান ৩৬
বাস্তবতা ৩৭
দুস্থ মানবতার সেবা ৩৮
৩৯ উন্নত জীবন
৪০ নির্যাতিতা নারী
৪১ নজরুল স্মরণে
৪২ উদাসীন
৪৩ স্বভাব
৪৪ মধু স্মরণে
৪৫ কথামালা
৪৬ হিযরত
৪৮ শিক্ষা
৪৯ সত্যবাদী বালক
৫০ সঞ্চয়
৫১ মেহনত
৫২ লক্ষ্য
৫৩ হিতকথা
৫৪ ভাষা সৈনিক
৫৫ অহংকার
৫৬ জীবন দর্পন
৫৭ নামায
৫৮ শ্রাবনে
৫৯ উমরের ইসলাম গ্রহণ
৬১ আশা
৬২ ভাসমান সেতু
৬৩ শ্রম
৬৪ বৈশাখী তান্ডব
৬৫ রবিস্মরণে
৬৬ তালপাতার পাখা
৬৭ স্নেহময়ী বাংলা

ঝর্ণা ৬৮
বঙ্গ শার্দুল স্মরণে ৬৯
নিন্দুক ৭০
মাধবকুণ্ড ৭১
তাজমহল ৭২
আসল বাদশা ৭৩
৭৪ শরৎ
৭৫ জননী জন্মভূমি
৭৬ বিষণ্ন বিদায়
৭৭ প্রেম নিরবে কাঁদে
৭৮ আষাঢ়
৭৯ পরার্থে
৮০ কৃতঘ্ন

শহীদ স্মরণে

শ্যামল বাংলার মুজাহিদ মোদের,
শৌর্যে সম শার্দূল শাবকের।
বাংলা মায়ের মুখের ভাষা উদ্ধারিতে,
সিংহ সম তাজা প্রাণ ত্যাজিলে রাজপথে।

ভাষা আগ্রাসীর সেনার বুলেটের লক্ষ্যে,
নির্মম আঘাত সহিলে নিজ বক্ষে।
সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বার,
এ নাম আজ বিশ্ব মাঝে চির ভাস্বর।

নর দানবের জীঘাংসায় ঝরেছে তপ্ত রুধির,
মৌন হয়ে গিয়েছে ঐ শিখর হিমাদ্রির।
জীবন বাজী ধরলে তোমরা ভাষার তরে,
দুর্দম বাঙ্গালি ছাড়া, কে আছে অবনী পরে।

বিফল হয়নি এ আয়াস বিশ্বে পেয়েছে স্বীকৃতি,
নিখিলের রন্ধ্রে , রন্ধ্রে ঘোষিছে এ সুকৃতি।
পশ্চিমা হায়েনার হিংস্র আঘাত দেহে সহি,
এ অভিনব আত্মত্যাগ দেখে নাই কভু মহি।

জাতির ঐতিহ্য রক্ষিতে বেছে নিলে এই ব্রত,
গগন ললাটে জ্যোতিষ্ক হয়ে দীপিচ সতত।
তাই স্মরি হে বরেণ্য সকাল-সন্ধ্যা দুপুরে,
অম্লান হয়ে রহিলে বাঙ্গালীর চিত্ত মুকুরে।

অনন্ত কালেও ভুলিব না তোমাদের অবদান,
সার্থক করিব এ ত্যাগ আমরা বাঙ্গালি সন্তান।
বিশ্ব আকাশে উড়াব বিজয় কেতন,
যত দিন রবে তবে বাঙ্গালীর চেতন। ১০-০২-২০১১ ইং

সূর্য সেনা স্মরণে

ওগো সূর্যসেনের উত্তরসূরি,
ঐ পদাম্বুজ সতত স্মরণ করি।
বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠিতে,
এই মাটি আদ্রিলে উরস শোনিতে।

শোষিতে বাংলা মনে জাগে অভিলাষ,
বাঙ্গালীকে করিতে চায় আজ্ঞাবহ দাস।
ধেয়ে আসে নির্দয় চেঙ্গিসের দোসর,
লেলিয়ে দেয় অসংখ্য লস্কর।

মহা তাণ্ডবে মাতে মূর্তিমান বর্বর বটে,
অগণিত মায়ের সমভ্রম হানী অট্টহাস্যে ফাটে।
রক্তচোষা বাদুড়ের দল আসে ঝাঁকে ঝাঁকে,
বঙ্গ ললনার সীমান্তে কলঙ্ক তিলক আঁকে।

ঐ বুঝি ফিরে এলো বাগদাদ বিভীষিকা হালাকু খান
শঙ্কায় কাঁপে আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রাণ।
রোধিতে ঐ কুৎসিত অবিচার আর অনাচার,
দলিত মথিত করিতে নরাধম দুরাচার।

লগুড় আহত পন্নগ যেমনি ফোঁসে,
তেমনি গর্জিল ঘুমন্ত কেশরী মহারোষে।
বঙ্গ শার্দূল দুর্বার বেগে অনীকিনী মাঝে পশে"
ভীরু মার্জার ত্রাহি ত্রাহি রবে ডাক ছাড়ে ত্রাসে।

মহা বিক্রমে লড়ে অসম রণাঙ্গনে,
বনে জঙ্গলে বন্ধুর পথে কণ্টকাকীর্ণ প্রাঙ্গণে।
অনাহার আর অনিদ্রায় কাটিল নয়টি মাস,
বিনা উপাধানে মহা ক্লেশে অরণ্যে করিলে বাস।

লাখো লাখো তাজা প্রাণের বিনিময়ে,
লাল সবুজের বৈজয়ন্তী ওড়ে নীলিমায়ে।
কভু ভুলিবে না জাতি তোমাদের অবদান,
জীবনের বিনিময়ে রাখিবে পতাকার সম্মান।

তোমাদের মহত্ত্বের আভায় অবসান অমানিশা,
নব প্রজন্ম পেলো আজ সঠিক পথের দিশা।

১৩/০৩/২০১১ ইং

অপরূপা বাংলা

ও আমার রুপসী বঙ্গমাতা,
অনন্ত যৌবনা রুপে সৃজিলেন বিধাতা।
তোমার বক্ষপরে বহে শুভ্র রজত ধারা,
অনাদি কাল বহিবে স্বর্গীয় ফল্গু পারা।

তৃষিতের তৃষা নিবারিতে তুমি সদা অকৃপণ,
তোমার উরস সুধা পানে তৃষা করি নিবারণ।
ঐ কোমল বুকে মাথা রেখে সুখে নিদ্রা যাই,
নিখিলের কোন দেশে এত সুখ নাই।

শান্ত তটিনী বক্ষে মরাল সম সাম্পান ধায়,
কুলে, কুলে মাঝিরা সব ভাটিয়ালী গায়।
অশান্ত বারিধি কোলে মেখলা সম সৈকত শোভে,
কোথাও দুর্গম ভূধর চুড়া ঠেকিয়াছে নভেঃ।

কুসুম কানন রাজি চন্দ্র সূর্য তারা,
অপরূপ সাজে সেজেছে বসুন্ধরা।
মনোহর শ্যামল সবুজে ভরা তোমার অঙ্গ,
ভুবন মাঝে সবার সেরা আমার সোনার বঙ্গ।

অশেষ মাধুরী দানি গড়িলেন তোমারে।
সুষমা মণ্ডিত করিলেন, থরে বিথরে।
তোমার বরাঙ্গের মোহে তস্কর দিয়েছে হানা,
আগ্রাসীরা মানেনী কভু বিবেকের মানা।

বঙ্গ সিংহের গর্জনে কেঁপেছে ধরা,
দ্বিষৎ শোণিত নদে নেয়েছি মোরা।
চেয়ে আছে নব প্রজন্মের পানে অনাগত ভবিষ্যৎ
পরশ্রী কাতর আগ্রাসীর শিরে হানিব প্রত্যাঘাত।

মহানন্দে গাইব সবে দেশ মাতৃকার যশোগান,
নিদ্রাতুর পাইবে ফিরে আবার নতুন প্রাণ। ০১/০৪/২০১১ ইং

উপদেশ

উজ্জ্বল ভূষণ নহে কভু জ্ঞানীর মানদণ্ড,
গুনি জনকে সম্মান দেয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড।
কোকিল নিখিল প্রিয় তার কুহুতানে,
কুরুপ নর সম্মান পায় তার নিজগুণে।

কোন জনে হেয় ভেবে করিও না নাসিকা কুঞ্চন,
কৃষ্ণকায় ছিল কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন।
পঙ্কিল খনির মাঝে জন্ম হীরকের,
উজ্জ্বল মুক্তার বাস গর্ভে ঝিনুকের।

ঐরাবত ইঙ্গিতে চলে ছোট্ট মহতের,
ক্ষুদ্র ছেনী ছিদ্র করে বক্ষ ইস্পাতের।
জগৎ বরেণ্য, শেখ সাদি ছিল না সুন্দর,
গুলিস্তা কাব্য তাঁর অতি চমৎকার।

বাহ্যরূপ হেরি তুমি, করো না কারো ব্যঙ্গ
নগণ্য জন মাঝেও, থাকতে পারে সিংহ

২১/০৫/২০১১ ইং

আযান

ঐ হাকিল মুয়াজ্জিন মুক্তির আহ্বান,
ডাক শুনি মুমিনের দীল করে আনচান।
চির সত্যের ডাক শুনি, যে করে অবহেলা
আজ না কাল এখনো অনেক রয়েছে বেলা।

শয়তানের কুহকে পড়ি যেও না ভুলি,
নশ্বর জীবন তোমার যাবে যে চলি।
সময় থাকিতে সাড়া দাও খোদার ডাকে,
না হলে জীবন সায়াহ্নে ডুবিবে বিপাকে।

শাশ্বত বাণী দিবস যামিনী ঘোষিছে পঞ্চবার,
স্নেহের বান্দায় ক্ষমিবার তরে ডাকে পরোয়ার।
উদাত্ত আহ্বান, ইথার ভেদী সপ্তাকাশে ধায়
শেল সম হানে আযাযিলের কলিজায়।

সুমধুর ধ্বনি বিশ্ব মুসলিমের শ্রবণ বিবরে,
নিরন্তর মুক্তির বার্তা ঘোসে বারে বারে।
খোদাদ্রোহির কর্ণকুহরে হানে বজ্র নিনাদ,
তারা শোনে এ বুঝি উম্মাহের আর্তনাদ।

নাস্তিকের যতই হোক গাত্র দাহ,
শাশ্বত বাণী আমরা ঘোসিব অহরহ।
২২/০৪/২০১১ ইং

কৈশোর স্মৃতি

আজ বার্ধ্যকে মনে পড়ে কৈশোরের স্মৃতি,
দুরন্ত ছেলেদের সাথে ছিল আমার প্রীতি।
ডাঙ্গুলি কানামাছি খেলেছি তাদের সনে,
দল বেঁধে বৈচি কালোজাম, খুঁজেছি বনে, বনে।

ডাহুকের ডিম ঘুঘুর ছানা ঢুড়েছি বাসার কোনে।
ছমির চাচার কাঁচা মিঠে আম, খেয়েছি জনে জনে।
লাঠি হাতে আসিতো তেড়ে গালি দিতো মনে মনে।
সেই মিষ্টি মধুর স্মৃতি মনে পড়ে ক্ষণে, ক্ষণে।

ঘোষের বাগানের পাঁকা কাঁঠাল যায়নি বাদ,
আজও বুঝি জিবে লেগে আছে তার স্বাধ।
কৃপন হারু ঘোস নালিশ করিতো দাদুর কাছে,
কভু ঘেসিতাম না কান মলে দেয় পাছে।

আষাঢ় শ্রাবনে ভাসিয়ে কলার ভেলা,
ভরাবিল ঘুরে শালুক তুলিতাম মেলা।
জলে ভিজে জ্বর আসিতো সারা গায়ে,
বকুনির ভয়ে বলিনি তাহা মারে যদি মায়ে।

জড়সড় হয়ে থাকিতাম শেষে শুয়ে,
পরম আদরে মা' কম্বল দিতেন গায়ে।
বহু দিন পরে বাল্য স্মৃতি রোমন্থন করি,
কেটে যায় আজ মোর দীর্ঘ বিভাবরী।

সেই সুখের দিন হয়েছে বিলীন,
আর কভু আসিবে না ফিরে সেদিন।
এখন সুমুখে দেখি ভয়াল অমানিশা,
ঐ তম মাঝে খুঁজে ফিরি একটু পথের দিশা।

২৮/০৩/২০১৯ ইং

সাধনা

হে তরুণ শোন দিয়ে মন,
উন্নত জীবন করিতে গঠন।
পদে পদে আসে বাঁধা,
বুকে বল রাখ সদা।

অলস যে জন, মন মরা সর্বক্ষণ,
তোমার দেহে দেখিনাতো তাদের লক্ষণ।
সাফল্যের সোপান ধরি,
পাড়ি দাও দুর্গম গিরি।

অসাধ্য সাধিতে হবে করো এই পণ,
বৃথা যেন নাহি যায় দুর্লভ জীবন।
হস্তপদ জ্ঞান বুদ্ধি কিছু নাই কম,
অলসতা পরিহরি লড় অবিরাম।

কষ্ট বিনা সিদ্ধিলাভ কভু নাহি হবে,
অলসের সুখ লাভ হয় নাকো ভবে।

০৬/০৬/২০১১ ইং

সন্ধ্যা

দ্বিপ্রহরের রুদ্রদাহে রক্ত রঙিন মুখখানি,
সায়ংকালে শ্রান্ত বেশে বিশ্রামে যায় দিনমণি।
ভরা পেটে বিহঙ্গেরা, ফিরছে এখন নিজ কুলায়,
মলয়ানিল বইছে আহা, শান্তি সুখের পরশ বুলায়।

দূর দিগন্তে গাইছে রাখাল ঘরে ফেরার গান,
সব সময় সে হাসিখুশি নাইকো অভিমান।
সান্ধ্য তিমির আসছে ধেয়ে সলক যাবে চলে,
ঘরে ঘরে সান্ধ্য প্রদিপ উঠবে এবার জ্বলে

বন বাদাড়ে শিয়ালের দল সাঁঝের বার্তা ঘোসে,
ঐ দেখো দুর আকাশে, চাঁদ তারা হাসে।
দিবা নিদ্রা অন্তে এখন খদ্যোৎ বালারা,
ঝোপ জঙ্গলে বহায়েছে আলোর ফোয়ারা।

নিশাচর বাদুড়ের দল উঠছে জাগিয়া,
দুর দিগন্তে মেলবে পাখা ক্ষুধার লাগিয়া।
হাঁস মুরগি উঠবে ঘরে দিবা অবসানে,
একলা বসে কাঁদছে শিশু ফুলছে অভিমানে।

'মা' যে তার ব্যস্ত এখন গৃহস্থালির কাজে,
ঐ শোন মসজিদ হতে আযান ধ্বনি বাঁজে।

১০/০৭/২০১১ ইং

প্রভাতী

পূর্বাশার দ্বার ভেদী উদিছে নবারুণ,
বিহঙ্গেরা গাইছে এখন স্রষ্টার গুনগুন।
বালার্কের আগমনে পালায় এবার অন্ধকার,
তরুণ প্রাতের অরুনাভায় হাসছে ঐ চরাচর ।

শিশির মদিরা পানে উন্মত্যা প্রসূন বালা,
শিলিমুখিরা জুড়ায় তাদের প্রেমজ্বালা।
হেরি এই কুসুম বিহার সমীরণের হিংসাসার,
হিল্লোলে তাই বক্ষচুৎ করছে দেখো বারং বার।

সরবরে রক্ত শালুক করছে সবে জলকেলি
মিহির সনে কইবে কথা হাসবে এখন প্রাণ খুলি
চূর্ণ কুন্তল কবরীবাঁধে সদ্য জাগা তরুণী,
বিমল বায়ু জুড়ায় জীবন শান্ত এখন ধরণী।

শয্যা ত্যাগি নয়ন খোলে সব ভর্তিনী,
মৃদু হিল্লোলে কাঁপছে সচ্ছ সলিলা তটিনী।
এই শান্ত পরিবেশে স্রষ্টার স্মরণে,
প্রশান্তি বহিবে সব জনজীবনে ।

২৮/০৭/২০১১ ইং

অন্তিম হিসাব

শোন হে জগৎবাসী, আজ বুঝি মোর শেষ দিন
জীবন প্রদিপ মিটি মিটি জ্বলি হয়েছে আলোহীন।
এই দেহে মোর কত না শৌর্য অদম্য প্রতাপ ছিল,
কার ইশারায় ফানুসের ন্যায় শূন্যে মিলিয়ে গেলো।

এ দেহের বলে প্রবঞ্চনার ছলে জমিয়েছি ধন রাশি,
বিরামহীন ছিলাম সতত পদোন্নতির অভিলাষী।
রৌদ্রজল করি একাকার মানি নাই দিবা নিশি,
সেই বিক্রম আজ মৃত্তিকার সনে যাইতেছে মিশি।

চলিতে ও পদ হোল যে অবশ, কমিল বাহুরবল,
স্মরিলে অতীত স্মৃতি, আঁখি ঝরে শুধু জল।
কামনা-বাসনা রহিত হইল কথা নাহি সরে মুখে,
সব অভিলাষ ঘুচিল আমার বিভীষিকা ভরা বুকে।

বরাঙ্গ সুঠাম দেহ খানা, উপল খণ্ডের মত,
সদা হাসিমুখ, বিষাদে মলিন অক্ষি কোঠরাগত।
সব হারিয়েছি বাকি নাই কিছু আছে শুধু প্রাণ,
জীবন সায়রে ধরেছে এবার মরণ ভাটার টান।

যারা ছিল পরম বান্দব আদরে ভাই বোন,
আমার সেবায় সকলি এখন মহা জ্বালাতন।
হেরিলে আমায় যাহার নয়নে ঝরিত অশ্রুজল,
অন্তিম কালে সেই কী না করে, কতই বাহানার ছল।

দারা পুত্র জায়া পড়শি আর বান্ধবগন,
সকলেই ভাবে এ আপদ গেলে বাঁচিত জীবন।
সুমুখের ঐ ঊর্মি মুখর ভয়াবহ পারাবার,
কেহ নাই সাথি,একাকী হতে হবে পারাপার।

জীবন নদীর মোহনায় বসি, অতীতের হিসাব কষি,
লাভ নাহি হায় লোকসান হয়েছে অনেক বেশি। ০৩/০৮/২০১১ ইং

বিদ্যা

কী সুন্দর মাখাল ফল দুলিতেছে ডালে,
মনে হয় সৌদামিনী চমকিছে কাদম্বিনী ভালে।
নিষ্প্রভ ইহার কাছে হীরক বলয়,
সাধ জাগে মালা গাঁথি, পরি এ গলায়।

স্বর্ণ, রৌপ্য মনি মুক্তা যাহা কিছু আছে,
সুষমায় পরাজিত সবি এর কাছে।
রূপের প্রভায় বনভূমি করে আলোকিত,
বাহ্য রূপ হেরি সকলেই হয় বিমোহিত।

চঞ্চু পুটা ঘাতে বায়স যবে দ্বিখণ্ডিত করে,
তখনি কদর্য রূপ প্রকাশে বাহিরে।
হেরি বিষাদে মলিন হয় সহাস্যবদন,
ইচ্ছা করে উচ্ছ স্বরে করিতে রোদন।

তেমনি দেখো এ ধরায় বিদ্যাহীন জনে,
মানুষ বলিয়া তারে কেহ নাহি গনে।
বিপদে পড়িলে বন্ধুজন ও পালায়,
পরম হিতৈষী বিদ্যা সদা সাথে রয়।

আবাসে ও পরবাসে সাধে সে কল্যাণ,
কামধেনু যেমন সদা দুগ্ধ করে দান।
অমূল্য বিদ্যা রত্ন শেখেনী যে জন,
মূল্যবান জীবন তার বৃথা অকারণ।

বিদ্যারুপ পরম ধন নাহি যার ঘটে,
মরণ হয় তাহার পক্ষে উত্তম-ই বটে।

১০/০৮/২০১১ ইং

আমার বাংলাদেশ

বিধাতার সুন্দর সৃষ্টি কোন সে দেশ,
নিখিলের নিখুঁত সৃষ্টি, আমার বাংলাদেশ।
এদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুষমায় ভরা,
পাখির গানে নদীর তানে মুখরিত ধরা।

সবুজ বনানী আর সুপেয় ঝরনা ধারা,
ভাবুকের মন নিমেষে করে মাতোয়ারা।
হিমানীতে ধবল বসনে সাজে গিরিজায়া,
উষার আভায় ঝিক-মিকি করে তার কায়া।

কাননে হাসিছে গোলাপ চামেলী বেলী,
ভ্রমর কুসুম সনে খেলিছে প্রেম কেলী।
মধুমাসে পাঁকে সব রসাল ফল,
তাই হেরি রসিকের রসনায় ঝরে জল।

মাঠে, মাঠে সোনালি ফসলে ভরা,
জলদ বর্ষায় সুপেয় বারিধাঁরা ।
ভরা ভাদ্রে তটিনী বালা কুল কুল রবে গায়,
সফীত বক্ষা নটিনি সম সাগর সংগমে ধায়।

উত্তাল জলধি বক্ষে ছুটিছে জলযান,
দুর্লভ রতন রাজি করিছে সন্ধান।
প্রাকৃতিক অবদান কিছু নাই কমা,
খনিজ সম্পদ অঢেল রয়েছে জমা।

অলস অপদার্থেরা পাতে ভিক্ষার হাত,
বাঙ্গালি বীরের জাতি বিশ্ব করিব মাত।
এদেশে জন্মে জীবন মোদের ধন্য,
বিলাবো জীবনটাই জন্মভূমির জন্য।

০৫/০৫/২০১১ ইং

কালবৈশাখী

আমি কাল বৈশাখী বাজাই প্রলয়ংকরী ডঙ্কা,
প্রকৃতির মাঝে জাগাই ত্রাস আর শঙ্কা।
এ ধরিত্রির মূর্তিমান বিভীষিকা।
দমকে, দমকে চলি গগনে, গগনে খেলি রঙের হোলি।

আমি ঈশানে প্রভঞ্জন সম গর্জি বারবার,
সুমুখে যাহা পাই ভেঙে করি চুরমার।
আমি বল্গা হারা বাজী রাজ,
হেয়ালী পনা আমার কাজ ।

মানি না কোন বাঁধা ধেয়ে চলি দুর্বার,
নতুনের সংকল্প বুকে, হাকি তাই হুকার।
আমি অশনি সহ নাচি, শিলা হয়ে ঝরি।
পুরাতন বিদায় করে নতুন করে গড়ি।

আমি রুদ্র ধুলার ধরায় চালাই তাণ্ডব,
আবিলতা পূর্ণ বিশ্বের
আমি মহা আতঙ্ক প্রলয়ের তালেবাজাই
ডমরু আর শঙ্খ

জলদভালে সৌদামিনী দিয়ে আঁকি
বিভীষিকা ময় ভয়াল চিত্র।
আমি দর্পহারী। পরক্ষে সকলের মিত্র,

দুর্বিনীতের দর্প করি চূর্ণ।
এই ভাঙ্গা গড়ায় আকাঙ্ক্ষা হয় পুর্ণ।
আমি ততক্ষণ হই নাকো শান্ত,
যতক্ষণ অবনী না হয় জঞ্জাল মুক্ত।

০৫/০৪/২০১৯ ইং

মহানুভবতা

গ্রীষ্মের দাবদাহে বিদেশি মুসাফির,
মদিনার মরুদ্যানে হলো সে হাজির।
ক্ষুধার্ত ঘোড়া ছাড়ি অঘোরে ঘুমায়,
তৃন ভোজী অশ্ব, ভ্রমিছে উদ্যান ময়।

পদপিষ্ট হোল অনেক ফলের চারা,
অকস্মাৎ হাজির বৃদ্ধ মালিক বেচারা।
অবস্থা হেরি ক্রোধান্ধ বৃদ্ধ পাথর উঠায়,
সজোরে নিক্ষেপিল ঘোড়ার মাথায়।

লোষ্টাঘাতে বাজীরাজ প্রাণ ত্যাগে,
শব্দ শুনি নিদ্রাতুর ত্বরায় জাগে।
দেখিল প্রিয় বাহন ভূতলে লুটিয়ে,
অশ্বের কাছে বৃদ্ধ রয়েছে দাঁড়িয়ে।

ঘোড়াটিকে, কে মারিল জানেন চাচা?
ক্ষতি করেছে আমার তাই মেরেছি বাছা।
হিতাহিত জ্ঞান হারা হোল মুসাফির।
উপলখন্ড ছোড়ে লক্ষ্যি বৃদ্ধের শির।

মরিল বৃদ্ধ মাথা যায় তার ফেটে।
কী করিলাম হায়, ঘোর যায় তার কেটে।
ভাগিতে পারি না, আমিতো মুসলমান
কী জবাব দিব হাশরে? আজ হইলে অন্তর্ধান!

সহসা বৃদ্ধের দু'ছেলে হাজির,
সুধায় তারা তুমি বলো মুসাফির।
এ বৃদ্ধের কে করেছে এমন হাল,
ক্রোধে সামলাতে পারি নাই তাল।

হাশরের ভয়ে পালাইনি ভাই আমি,
আদ্যোপান্ত দেখেছেন বিশ্বস্বামী।
পিতার সৎকার করিয়া সাধন,
উমরের আদালতে করিল গমন।

তড়িঘড়ি মামলা করিল দায়ির।
খুনের দায় স্বীকার করে মুসাফির।
খুনের বদলে খুন উমর দেয় রায়,
আসামি নতশিরে জ্ঞাপন করিল সায়।

জুড়ি দুই পাণি বলে আমিরুল মুমিনীন,
ঝরে নেত্রবারি জীবন ভিক্ষা নয়, একটু সময় দিন।
আমার কাছে বহু আমানত রয়েছে জমা,
না শোধিলে হাশরে মোর হবে না ক্ষমা।

দুঃখিত উমর কয় আছে কী জামিনদার?
বিনা জামিনে ছাড়ার ক্ষমতা নাই আমার।
বেদনা বিধুর বুকভাসে আঁখি নীরে,
মুসলিম আমি আবার আসবি ফিরে।

জনতার মাঝে আবুজর গিফারী দণ্ডায়মান,
মহৎ প্রাণ উঠিল কাঁদি আমিতো মুসলমান।
মুসলিমের বিপদে এগোবে মুসলিম ভাই,
কুরআনের বিধান তো রয়েছে তাই।

আমিরুল মুমিনীন আমি ওর জামিনদার,
মনে রেখ আগামী জুম্মাবাদ মৃত্যুদণ্ড তার।
বায়তুলমালের ঘোড়া দিলো মুসাফিরে,
কৃতজ্ঞ চিত্তে তার বুক ভাসে আখিনীড়ে।

দুই হাতে চাবুক মারে পিঠেতে ঘোড়ার,
ক্ষুরাঘাতে সায়মুম ঝড় উঠিল ধুলার।
বাড়ি ফিরি আমানত শোধে সকলের,
বিদায় লয়ে ঘোড়ায় চাপিলো, সে ফের।

জুমা বাদে প্রাঙ্গণে বহুলোক হাজির,
এখনো ফেরেনী সেই মুসাফির।
উমর কয় আবুজর তুমি প্রস্তুত হও,
মুসাফিরের দণ্ডাদেশ মাথা পেতে লও।

যুক্তকরে বলে আবুজর গিফারী,
খাঁটি মুসলিম কভু হয় না ফেরারী।
দেখিল দিগন্তে উড়িতেছে ধূলি ঝড়,
মুসাফির হাজির ঘর্মাক্ত তার কলেবর।

নতশিরে বলে আমিরুল মুমিনীন,
জামিনদারে মোর ত্বরায় মুক্তি দিন।
হতবাক জনতা মুসাফির পানে চায়,
এ কী অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখিলাম হায়!

বিবেকের কশাঘাতে বাদী দুই ভাই হাজির,
মহাত্মে একা জিতে যাবে মুসাফির।
মনুষ্যত্বের শিক্ষা আমরা কী পাই নাই?
আজ হতে মুসাফির মোদের ভাই।

প্রতিশোধ প্রবণতায় বাড়ে হৃদয় দহন,
ক্ষমা, করে সেথায় প্রশান্তি লেপন ।

২৫/০৩/২০১৮ ইং

মা

মায়ের বিকল্প নাম এ ভবেতে নাই,
'মা' ডাকের তৃপ্তি কোন ডাকে না পাই।
ডাকিলে মাগো বলে সব কষ্ট যায় দূরে,
শান্তির পরশে জীবন যায় ভরে।

সকলেই যত্ন করে স্বার্থের দায়,
নিঃস্বার্থে যত্ন করে, শুধু আমার মা'য়।
রোগশয্যায় পাশে বসে থাকে মা'য়,
অনাহার অনিদ্রায় সে রজনি কাটায়।

মা বিনা পরম বান্ধব না আছে ধরায়,
অভুক্ত সন্তানে রেখে, মা কভু নাহি খায়।
বিদেশে সন্তানের যদি অমঙ্গল হয়,
মায়ের হৃদয় তারে সেই খবর পায়।

দশমাস দশদিন মহা কষ্ট সহি,
অবশেষে দেখালেন এই অভিনব মহি।
সে সময় ছিল না কোন প্রিয়তমা,
ধুলাবালি সহ তুলে মা' খায় চুমা।

বড় হয়ে ধরা মাঝে পেয়ে প্রিয় জনে,
থাকে না স্নেহময়ী মায়ের কথা মনে।
অকৃতজ্ঞ এ ভবে অনেকেই হয়,
সন্তানের অমঙ্গল কোন 'মা' না চায়।

এমন মায়ের মনে কষ্ট কেহ দিও না,
তার মত নিখাদ বন্ধু আর তো পাবে না।
শ্রদ্ধা-ভক্তি দিয়ে তুষ্ট কর তার মন,
সন্তান যে মায়ের, নাড়ীছেড়া ধন।

সেবা যত্নে কভু নাহি কর ঘিন,
সর্বস্ব দিয়ে শোধ হয় না সে ঋণ। ১৭/০৮/২০১১ ইং

মরুজ্যোতি

আমিনার ঘরে এলো ঐ মরুর দুলাল,
তিমির আবৃত ধরায় জ্বালিলো মশাল।
অবসান হোল জুলুম আর্ত মানবতা,
মুছে গেলো কুসংস্কার যত আবিলতা ।

অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভেঙে খান খান,
ধুলায় গড়ায় জালিম শাহির শিরস্ত্রাণ।
পীড়িত জনে সেবা দিয়ে করলে নির্ভয়,
বিলিয়ে দিলে জীবন টাকে দুস্থের সেবায়।

পাপাচার অনাচারে পূর্ণ ছিল ধরণী,
ভাইয়ে, ভাইয়ে করতো তারা হানাহানি।
তুচ্ছ কাজে যুগ যুগ ধরে রক্তের হোলি খেলিত,
ঊষর মরু শোনিত স্রাবে বারে বারে ভিজিত।

নারীর মর্যাদা ছিলো বড়ই বিপন্ন,
ভাবতো নারী হোল বিলাসিতার পণ্য।
লুটিত দুর্বলের মাল ছিল না বিচার,
ত্রাহি ত্রাহি রবে তারা করিত চিৎকার।

তিমির মরুর ভালে উদিল হিরার জ্যোতি,
হাসিল ধরণী মিটিল অশেষ দুর্গতি।
নিরলস প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিলে খোদায়ী রাজ,
বিশ্ব উম্মাহ পেলো, শোষণ মুক্ত ইসলামি সমাজ।

স্বাগতম স্বাগতম গাহে সব সৃষ্টি
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তোমার উপর, করছে কুসুম বৃষ্টি।

২৭/০৮/২০১১ ইং

স্বাধীনতার সুখ

খাঁচায় বসে ময়না বলে কোকিলে,
তোমার সুন্দর গান সব বিফলে।
বনে, বনে মহা কষ্টে গান গাও তুমি,
সোনার খাঁচায় বসে সুখে গাই আমি।

পেটের চিন্তা নাইকো আমার মোটে,
অতি কষ্টে খাবার তোমার জোটে।
খাবার জ্বালায় বিভোর সদা থাকো,
ক্ষুধার চিন্তা আমি করি না-কো।

নাচ গানে সারাদিন সুখে দিন কাটাই,
কোকিল বলে ওতে গৌরব কিছু নাই।
তুমি গান গাও মালিকের ইশারায়,
পরাধীন তো পরের বোল আওড়ায়।

ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াই সারা বিশ্বময়,
মনের ভাব প্রকাশ করি যে নির্ভয়।
বন্দিজীবন তোমার কভু শান্তির নয়,
স্বাধীন জীবন মোর শুধু শান্তিময়।

১০/১০/২০১৬ ইং

অকৃতজ্ঞ

তৃষ্ণার্ত হরিণ নামে জলের তরে,
দেখিল আপন ছায়া জলের ভিতরে।
বিচিত্র সুন্দর শৃঙ্গ মস্তকে তাহার,
সে তুলনায় পা যে বিশ্রী কদাকার।

বিধাতার অবিচার ভেবে উঠল তীরে,
ব্যথাতুর চিত্তে ঢোকে বনের গভীরে।
সহসা হেরিল দূরে শার্দূল ভয়ংকর,
পবন বেগে ছুটলো সে তুলিয়া ঝংকার।

ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র দেখে শিকার যায় ভেগে,
জীঘাংসায় দন্ত নখর উঠল তার জেগে।
ভাগ্যের দোষে শিং লতায় যায় বেঁধে,
অন্তিম কালে হরিণ বলে, তখন কেঁদে।

যে শৃঙ্গের প্রশংসায় ছিলাম পঞ্চমুখ,
বিপদকালে সেই, ঘটায় বড় দুঃখ।
জীবের মঙ্গল অমঙ্গল বোঝেন সে জন,
এ বিশাল বিশ্ব যে করেছেন সৃজন।

২৭/১০/২০১৬ ইং

পাহাড়

মৌন মুনির বেশে পাহাড় ঘুমায় নভঃ তলে,
মন্দানিল পরশ বুলায় আদরের ছলে।
চীনের প্রচির সম পথ রয়েছো জুড়ে,
লঙ্ঘিতে না পারে নিরোদ মালা তোমায় ফুঁড়ে।

সৌম্যমূর্তি জটাজুট শিরে করিয়া ধারণ,
নির্বাক দ্রষ্টার ব্রত করেছো গহন।
দিগন্ত প্রসারি বাহু রয়েছো যোযন জুড়ি,
নীরব নিস্তব্ধ এ পাষাণ পুরি।

কত জীব চরে তব বক্ষপরে শান্ত পরিবেশ,
নিঝুম নিস্তব্ধ প্রকৃতি নাই হিংসা দ্বেষ।
পিক পাপিয়া গাইছে উজাড় করি প্রাণ,
খদ্যোৎ বালা ছড়ায় দ্যুতি স্রষ্টার দান।

তোমার কোলে বাস করে কত উপজাতি,
মানতে চায়না কারো শাসন, মুক্ত তাদের গতি।
কঠোর শ্রমে ফলিয়ে ফসল দিন করে গুজরান,
শত কষ্টেও মুখে তাদের হাসি অফুরান।

উঁচুনিচু পাহাড় কোলে সবুজের ঢেউ খেলে,
আদিগন্ত চায়ের বাগান বায়ূ ভরে দোলে।
বাংলার এই সবুজ সোনা গিরি কন্দরে হাসে,
লক্ষ-কোটি অর্থসম্পদ বিদেশ হতে আসে।

ধূসর মরুর স্বস্তি দেয়নি পান্ত পাদব পারা,
নিরস শিলা নিংড়ে ঐ বইছে ঝরনা ধারা।
কুল কুল রবে সহস্র ধারে বক্ষসুধা ঝরে,
তৃষ্ণাতুর শীতল জলে জীবন ধন্য করে।

এ বিশাল গিরিমালা নহে অকারণ,
অফুরন্ত সম্পদ বুকে করিছে ধারণ।
সৌম্য শান্ত পাহাড়পুরি করি অবলোকন,
বিশ্ব বিধাতার তরে নত হয় দু'নয়ন। ২১/০৯/২০১১ ইং

সমুদ্র

লক্ষ কোটি শুভ্র কিরীট শিরে করিয়া ধারণ,
বিভীষিকাময় বারিধি ঐ করিছে গর্জন।
রত্নের ভান্ডার তাই নাম রত্নাকর,
লোচন রঞ্জন রূপ অতি মনোহর।

মধ্যাহ্নে মার্তণ্ড প্রভায় অবিরাম ঝলকায়,
যোজন, যোজন মহার্ণব ঢাকা কুয়াশায়।
মহাতঙ্ক জলধি বক্ষে নির্ভীক নওজোয়ান,
অঢেল সম্পদ রাশি করিছে সন্ধান।

ওগো নীলাম্বু স্বামী তব রুদ্র রূপের আকর্ষণ,
ডাকিছে নির্ভীক জনে, ঐ বুকে করিতে ভ্রমণ।
পাহাড় সম ঢেঁউয়ের বুকে নৌকা জাহাজ ভাসে,
জ্যোৎস্না রাতে তরঙ্গ শিরে লক্ষ মানিক হাসে।

ক্ষণে ক্ষণে সুন্দর সৃষ্টি করিতে নিধন,
বিশ্ব নাশি সংহার মূর্তিকর যে ধারণ।
শোন হে ভাবুকজন ভাব এবার কিছুক্ষণ,
এ বিশাল জলরাশি সৃজিল কী অকারণ ?

লবণাক্ত অম্বুরাশি করিয়া শোধন,
সুপেয় নিরোদ মালা করিছে সৃজন।
দাঁড়াও হে দর্শনার্থী করো নিরীক্ষণ,
এ বিশাল সাগর ভরা বিবিধ রতন।

মানবকল্যাণে তবে, সৃজিলেন বিশ্বপ্রভু
সকলেই স্বরে তাঁকে আমরা স্বরিনা কভু।
ঊর্মি মুখর যাদঃপতি জীমূত মন্দ্রে বিভু স্তুতি গায়,
দুর্বার তরঙ্গ মালা নিরন্তর প্রণমিছে বালুকা বেলায়।

১২/০৯/২০১১ ইং

মাতৃ ভক্ত বালক

সুপ্ত মায়ের শিয়রে বসি করিছে পাঠাভ্যাস,
নিশুতি যামিনীর তিমিরে বহিছে মায়ের শ্বাস।
সহসা ছুটিল নিদ্রা চাহিল নয়ন খুলি,
দাও মোরে পানীয় জল জীবন যায় জ্বলি।

উঠিল বালক চলিল পাকের ঘরে,
শূণ্য কলস কী দিব মায়ের তরে!
নিস্তব্ধ রজনি আঁধারে গিয়েছে ঢাকি,
কলসি লয়ে ঝরনায় ছোটে দয়াময়ে ডাকি।

স্বচ্ছ জলে কলস ভরি ছুটিল ঘরের পানে,
তৃষ্ণার্ত জননী রয়েছে শুয়ে ভাবে মনে, মনে।
ক্ষিপ্র হস্তে ভরিয়া গেলাস দাঁড়ায় শিয়রে,
'মা' তার আবার ঘুমায় বেঘোরে।

নিদ্রা ভঙ্গের ভয়ে ডাকিল না তায়,
নিজ ইচ্ছায় যখন জাগিবে মায়।
পল, পল করি পোহাইল বিভাবরী,
জননী জাগি দেখিল পুত্র রয়েছে গেলাস ধরি।

মাতৃ হৃদয়ে স্নেহের ঢেউ দেয় দোলা,
এত ভাক্তি আমার প্রতি ওরে আত্মভোলা।
উজাড় করি প্রাণ, দোয়া মাগে ওগো রহমান,
বাছারে আমার দো'জাহানে দিও গো সম্মান।

আমার স্বস্তির তরে চোখে নাই নিঁদ,
মায়ের দোয়ায় তাপস শ্রেষ্ঠ বালক বায়েজীদ।

০৩/১০/২০১১ ইং

বসন্তে

শীতের শেষে বহে মলয় সমীরণ,
প্রকৃতির মাঝে জাগে নব জাগরণ।
শীতক্লিষ্ট তরু পেয়েছে নতুন প্রাণ,
সৃষ্টির তরে এ যেন স্রষ্টার মহাদান।

গাছে গাছে ফোটে ফুল নব কিশলয়,
শিলীমুখী মধু খোঁজে দখিনা হাওয়ায়।
কাননে শিখি-শিখিনি বিস্তারি কলাপ,
নৃত্যের তালে তারা করিছে প্রেমের আলাপ।

বসন্তের আগমনে কোকিলের আনাগোনা,
কুহু, কুহরব চারিদিকে যায় শোনা।
গাছে গাছে ধরেছে হরেক রকম ফল,
ফলের লোভে সবার মুখে আসে জল।

পক্ক ডালিম দানা গর্ভ ভেদী মুসকী হাসে,
মাতৃদ্রোহের শাস্তি, সুখপাখি সুদসহ কষে।
গোলাপ চামেলী বেলী বাসেছে পশরা খুলি,
মারুত হিল্লোলে উহার গায়ে পাড়ে ঢলি।

বসন্তের পরশে তাই হাসিছে ধরণী,
খুশির সায়রে ভাসে, তরুণ তরুণী।
বার, বার তোমায় স্মরি হে বসন্ত,
তোমার পরশে এ ধরা হয় শান্ত।

২৭/১০/২০১৯ ইং

আমাদের গ্রাম

আমাদের গ্রামখানি অতি মনোরম,
দিন যাপনের উপকরণ কিছু নাই কম।
তাল তমাল বৃক্ষরাজি রয়েছে দাঁড়িয়ে,
শিমুল কৃষ্ণ, শোভা দিয়েছে বাড়িয়ে।

বাগানে হাজার ফুল হাসে অবিরাম,
সারি, সারি নারিকেল শুপারী জাম।
খাল বিলে শাপলা শালুক, মাছেভরা,
ঘোলাজলে পলি জমে, ক্ষেত হয় উর্বরা।

জেলে তাঁতি সবজাতি থাকি মিলে মিশে,
হিংসা-দ্বেষ মোদের মনে কভু নাহি আসে।
আলসে কুঁড়ে নাই কেহ শ্রম জীবি মোরা,
সুখে দুঃখে একই সাথে, বইছে সুখের ধারা।

হাট বাজার বিদ্যাপীঠ সবই এখানে আছে,
গড়বো মোরা জীবন মোদের, আধুনিকতার ছাঁচে।

২৬/০৯/২০১১ ইং

হিসাব

উৎসবের আনন্দে ভাসিছে রাজপুরি,
প্রাসাদ সাজায় সবে পরিপাটি করি।
বাহিরের সাজ যত করিছে নত্তকরে,
অন্দরে আসিলে কিঙ্করীর তরে।

রাজ বালাখানা সাজাও মনোমত,
বিলাস সামগ্রী লাগে তাতে যত।
ঝাড়া মোছা করি যতনে কিঙ্করী,
বিচিত্র মখমল বিছায় যতন করি।

পালঙ্কের শোভা হেরি মনে জাগে সাধ,
ক্ষণকাল শুয়ে মিটাব মনের আহ্লাদ।
শয়ন করে শ্রান্ত দাসী নরম বিছানায়,
স্বস্তি পেয়ে বেচারা অঘোরে ঘুমায়।

আকস্যাৎ ঘটে সেথায় মহা অঘটন,
রাজকাজ ছাড়ি মহারাজের হয় আগমন।
দেখিল পালঙ্ক পরে শুয়ে আছে দাসী;
শখের শয্যা নোংরা করেছে সর্বনাশী।

ক্রোধান্ধ মহারাজ চাবুক লয়ে হাতে,
আচানক পৈশাচিক উল্লাসে মাতে।
কোড়ার আঘাতে সেবিকা মহাত্রাসে,
রাজার পানে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসে।

সুধায় মহারাজ তুমি হাসো কী কারণে,
শুনুন হে রাজন; হিসাব করুন মনে মনে।
ক্ষণিকের তরে যদি মোর এই শাস্তি হয়,
সারা জনমের কতো শাস্তি ভেবে হাসি পায়।

১০/১২/২০১১ ইং

মান

বেদুইন মালেকের ছিলো দুটি ঘোড়া,
সে ঘোড়ার সুনাম জগৎ জোড়া।
সহোদর ভাই তারা, বড় ছিল মুলকী।
ছোট ঘোড়াটির নাম হোল দুল্কী,

মুলকী কে হারায় এমন ঘোড়া আরবে নাই,
এই গর্বে সদা আনন্দে, আছে মালেক ভাই।
ঘোড়ার সুনাম শুনে শাহজাদা কায়েস,
মনে জাগে তার এ ঘোড়ার খায়েশ।

টাকা দিয়ে সে ঘোড়া কিনতে চায়
মালেক বলে ঘোড়া হবে না বিক্রয়।
ক্রুদ্ধ কায়েস সুযোগ খোজে তবে,
ঘোড়া বেঁধে তাবুতে শয়ন করে সবে।

চুপিচুপি রশি কেটে উঠল সে ঘোড়ায়,
আঁধার রাতে মরুর পথে দ্রুত সে পালায়।
সাড়া পেয়ে মালেক উঠল জেগে,
প্রাণ প্রিয় ঘোড়াসহ তস্কর যায় ভেঙে।

পাশে বাঁধা দুলকী, বসলো পিটে চেপে
ক্রোধে চাবুক কষে দুলকী উঠল ক্ষেপে।
আঁধার রাতের বক্ষ চিরে উল্কা সম ছোটে
আনাড়ির হাতে মুলকী ছুটছে না যে মোটে।

ক্ষনপরে অজেয় মুলকী, হেরে যাবে রণে!
তাই ভেবে মালেক ব্যথা পায় বড় মনে!
পিছন থেকে উচ্চ স্বরে বলে সে কায়েসে,
কানের নিচে জানুর আঘাত কর তুই কষে।

চিরাচরিত সংকেত পেয়ে পবন বেগে ধায়,
দুলকীর সাধ্য কী মুলকীর নাগাল পায়।
চিরজয়ী মুলকী আমার, এই সান্তনা লয়ে।
দুঃখ ভুলে ফিরে আসে প্রফুল্ল হৃদয়ে। ২৮/১১/২০১১ ইং

বাস্তবতা

হে বেহুস মানুষ হিত কথা কর না শ্রবণ,
অসাধ্য সাধনে সম্পদ করেছো অর্জন।
লোভের বশে পরের নষ্ট অনেক করেছো,
জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে সিন্দুক ভরেছো।

নিখিলের রঙিন স্বপ্নে হইয়া বিভোর,
দুর্লভ জীবন বেলা, ডুবে যাচ্ছে তোর।
বল বুদ্ধি যৌবন আনন্দে ভরা সুদিন,
অঢেল সম্পদ তোমার রবে চিরদিন?

আমার অর্জিত ধন কেড়ে নিবে কেবা,
ধনের লোভে আমায় যত্নে করবে সেবা।
দ্বিতীয় শৈশব তোমার আসিবে যখন,
সম্পদ থাকিতে অসহায় হইবে তখন।

ইচ্ছা মত ব্যয় করিতে পারিবে না আর,
শত আশা বুকে নিয়ে চোখের পানি সার।
শিশু কালে শত দোষ ক্ষমেছো যাদের,
বিন্দুমাত্র ত্রুটি হলে করবে না খাতের।

দারাপুত্র জায়া সুন্দর কায়া কেহ নয় তোমার,
সকলেই তোমার কাছে চাহে বারবার।
জীবন সায়াহ্নে তুমি হও হুসিয়ার,
কঞ্জুস সম হইয়ো না ধনের পাহারাদার।

নিজ ভান্ডার হতে তোমায়, করিয়া দান
চাহিছে আবার বিনিময়ে দিবে প্রতিদান।
পরকালে পরম সুখে থাকতে যদি চাও।
এ ধরায় স্রষ্টার রাহে দান করিয়া যাও।

০৭/১২/২০১২ ইং

দুস্থ মানবতার সেবা

ওহে সুধী জন, সমাজের কথা ভাবো কিছুক্ষণ,
দুস্থ অসহায় যারা, জাতির কলঙ্ক ভেব না কখন।
মানবতার মহান ব্রত গ্রহণ করো সবে,
নির্মল আনন্দের বন্যা বহিবে এই ভবে।

হাসি মুখে দয়ার হাত বাড়াও দুস্থজনে,
ঘৃনায় নাসিকা কুঞ্চন করো না তাদের সনে।
আপদে বিপদে সদা বক্ষ পেতে দাও,
সহমর্মিতার বাণী সতত শোনাও।

দারিদ্রের কশাঘাতে বেদনার অশ্রু নীরবে ঝরে,
অব্যক্ত যন্ত্রণা শুধু গুমরায় বারে বারে।
দুস্থ জন নব প্রজন্মের কাছে চায়,
সুশীল সমাজ আর সাম্যের জয়।

এসো সবে আজ বজ্র কঠিন শপত নিব,
দুস্থের সেবায় মোরা জীবন বিলিয়ে দিব।
তারা যেন না ভাবে, এ ভবে মোদের কেহ নাই,
সবার উপরে মানুষ, ওরাও মোদের ভাই।

নিঃস্বার্থে করিলে সেবা প্রশান্তি মিলিবে,
দুঃখির মুখে ফোটালে হাসি জগৎ হাসিবে।

৩০/১২/২০১২ ইং

উন্নত জীবন

উন্নত জীবন যদি চাও গড়িবার,
নিরলস মেহনত করো অনিবার।
জীবন যুদ্ধে কখনো, না হও নিরাশ
কণ্টকাকীর্ণ পথ হেরি হবে কী হতাস?

রাহু আতঙ্কে ভীত নহে কভু শশী,
হাসি মুখে ওঠে সদা তমসা বিনাশী।
শত বাঁধা পায়ে দলি করে গিরি আরোহণ,
দেশ মাতৃকার বৈজয়ন্তী করে উড্ডয়ন।

তরঙ্গ গর্জন শুনি যে করে না সমুদ্র বিহার,
মহার্ঘ রতন রাজি নাহি মেলে তার।
উর্নাভ বহু কষ্টে পাতে তার জাল,
একবার না পারিলে ছাড়ে না সে হাল।

ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র পিপীলিকা গড়ে মাটির পাহাড়,
ক্ষীণ কায় বাবুই পাখি মস্ত কারিগর।
সৃষ্টির সেরা মানুষ, কর অসাধ্যসাধন,
অবশ্য জয় মাল্য তোমায় করবে আলিঙ্গন।

০৬/০১/২০১৩ ইং

নির্যাতিতা নারী

সৃষ্টির সেরা মানুষের আজ নৈতিক অবক্ষয়,
নাইকো তাদের সমাজ আর স্রষ্টার ভয়।
দয়ামায়া মান সম্মান হয়েছে বিদায়;
এ বিশ্বে এখন সর্বত্রই পশুত্বের জয়।

নরনারী দয়া করি সৃজিলেন বিধাতা,
প্রেম-প্রীতি আর দিলেন সহমর্মিতা।
নরের পরিপূরক নারী গিয়েছে ভুলে,
জুলুম নির্যাতন ব্রত হাতে নিয়েছে তুলে।

নারীর ইজ্জত লুটতে হায়েনার মত,
নররুপি পশুর দল ছুটছে অবিরত।
রক্তলোলুপ জিহ্বায় ঝরছে শুধু লালা,
কামাতুর পাপিষ্ঠের সর্বদা কামজ্বালা।

যৌতুক লোভী সমাজের মূর্ত অভিশাপ,
শেষ সম্বল ভিটে বেচেও, বাবা পায় না মাফ।
কপট প্রেমে ব্যর্থ হয়ে এসিড ছোড়ে শেষে,
সম্ভাবনাময় জীবন নারীর ব্যর্থ অবশেষে।

পরশ্রী কাতর হয়ে করোনা পশ্বাচারণ,
মনে মনে ভাব, ওতো আমার বোন।
মানবতার মহান ব্রত গ্রহণ করো সবে,
নির্মল আনন্দে তখন জীবন ধন্য হবে।

ধরণীতে বইবে শান্তির সুবাতাস,
নির্ভয় হইলে নারী দিবে প্রেমের পরশ।

৩০/১/২০১৩ ইং

নজরুল স্মরণে

ওগো দ্রোহের কবি, ধূমকেতু সম উদিলে মোদের মাঝে,
বিপবী বাণী তোমার কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে বাজে।
তোমার অগ্নিবীণার জাগরণী ঝংকার,
দামাল ছেলের মাঝে হয় প্রাণের সঞ্চার।

ঘুমন্ত বাঙ্গালি জাগে ঐ জ্বালাময়ী-গানে,
অত্যাচারীর গাত্র দাহ তোমার বাক্যবাণে।
ক্ষুরধার লেখনি তাণ্ডবে কাঁপে ব্রিটিশের সিংহাসন,
জাতির তরে করলে তুমি নিরম্বু অনশন।

নিষ্পেষিত বাঙ্গালি ব্রিটিশের যাঁতাকলে,
বারবার পুরেছে তোমায় কারার অন্তরালে।
লৌহ জিঞ্জির আঁতকে কাঁপেনী তোমার হিয়া,
বরণে তোমায় বনে বনে ফুটিছে কদম কেয়া।

মজলুম জাতির হেনস্তা করি অবধান,
আজীবন কেঁদেছে তোমার মহৎপ্রাণ।
শোষক বেনিয়া দেয়নি তোমায় সুখ,
অভিমানে তাই তুমি হয়ে গেলে মূক।

তুমি নও শুধু চুরুলি বাসীর,
গর্বের ধন তুমি সব বাঙ্গালীর,
তুমি চেয়ে ছিলে থাকতে শান্তির ঠিকানায়,
তাই রেখেছি তোমায় মসজিদের কিনারায়।

গভীর শ্রদ্ধায় আজ স্মরি তোমারে,
জাগরূক রবে সদা বাঙ্গালীর অন্তরে।

৩০/০৯/২০১৪ ইং

উদাসীন

মাঘের শেষে জড়সড় বিহঙ্গ কুল,
হিমেল হাওয়ায় ঝরেছে ফল ফুল।
ক্ষুধার জ্বালায় শীর্ণকায় বুলবুল।
দুর্বল অতি নড়িতে পারে না এক চুল।

হেরি এই হাল পিপীলিকা তাকে কয়,
শরতে কোথায় ছিলে ওহে মহাশয়।
শীতের সঞ্চয় করনী অলসের শিরোমণি,
মিথ্যা বলোনা, অলসতা আমি করিনি।

আনন্দে মত্ত ছিলাম সারা শরৎ কাল,
সবার সনে নেচে গেয়ে মিলিয়েছি তাল।
আসল ভুলে মজেছো মেকীর পিছে,
নিদারুণ শীতেও সব এখন মিছে।

আপন স্বার্থ ভুলে যে জন উদাসীন রয়,
কার্যকালে পরিতাপ, তার অবশ্যই হয়।

২৫/১০/২০১৪ ইং

স্বভাব

শত প্রক্ষালনেও কয়লার ময়লা না ঘোচে,
গরম ভাত মার্জারের কভু নাহি রোচে।
কুকুরের লেজ ঘৃত মালিশ করো তবু,
বক্রভাব সোজা তাহা নাহি হয় কভু।

দুধভাত খেয়েও সর্পের গরলই বাড়ে,
হাজার যত্নেও তার ক্রূর স্বভাব না ছাড়ে।
উই, ইঁদুর নিঃস্বার্থে ক্ষতি করে দুইজন,
মূল্যবান দ্রব্য কেটে করে জ্বালাতন ।

স্বভাব দোষে গুয়ে মাছি ময়লা খানায় রয়,
মন্ডা মিঠাই ক্ষীর পায়েসে রুচি নাহি হয়।
ঊর্ধ্বাকাশে শকুন উড়ে ঝাঁকে, ঝাঁকে
তবুও নজর তার নিচের দিকে থাকে।

মানুষ আর পশুতে অনেক তফাৎ,
সৎস্বভাবের তরে মানুষ হয় মহৎ।
সৃষ্টির সেরা মানুষ তাহা ভুলোনা কখন,
উন্নত আচরণ ছাড়া করোনা পশ্বাচারণ।

ইতর জীবের স্বভাব বর্জন করো সবে,
সুন্দর আচরণ করে ধন্য হও ভবে।

০৫/১১/২০১৪ ইং

মধু স্মরণে

ওগো জাহ্নবী দেবীর স্নেহের নন্দন,
দত্তকুল তিলক শ্রী মধুসূদন।
হে বঙ্গের ভক্তজনের হৃদ-স্পন্দন,
বাঙ্গালীর প্রাণের অর্ঘ করো গো গ্রহণ।

তোমার প্রতিভার পরশে ধন্য বাংলা ভাষা,
হীনম্মন্য বাঙ্গালীর হৃদে আজ দুর্বার আশা।
অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি বিষুভিয়াসের মত,
কাব্যলাভা তোমার মুখে, ছুটিত অবিরত।

লেখনি ঘাতে সংকীর্ণতার গন্ডিভেদী,
নব ঝংকারে ভাষা পেয়েছে নতুন গতি।
বাঙ্গালীর বাংলা ভাষা নহে কভু নিঃস্ব,
তব কাব্য মুকুরে দেখিছে সারা বিশ্ব।

রত্ন প্রসবিনী বঙ্গের ছন্দ কারিগর,
কাব্যরূপ প্রতিমায় এত অলংকার।
ওগো সাগর দাঁড়ির অমূল্য রতন,
তুমি যে বাঙ্গালীর শিরের ভূষণ।

ভাষার তরে তুমি রাখিলে যে অবদান,
মোরা অনুরূপ দেইনিকো তার প্রতিদান।
অভিমান ত্যাজি মোদের দাও গো ক্ষমি,
তোমার তিরোধানে কাঁদিছে বঙ্গভূমি।

এখনো ভোলেনী তোমায় পিকরাজ,
আম্র শাঁখে বিষাদে কুহরে সকাল সাঝ।
কপোতাক্ষ পুলিনে বসি করিতে সাধনা,
সেই স্মৃতি স্মরি দহিছে হৃদয় আঙিনা।

বেদনা বিধুর কপোতাক্ষী তাই শীর্ণকায়,
কূল, কূল গুঞ্জরণে বিরহ বারতা গায়।
তোমার বিরহে আজও কাঁদে কপোতাক্ষী,
দু-কূল প্লাবি অঝোরে ঝরে দুই অক্ষি। ২২/১১/২০১৪ ইং

কথামালা

দাঁতে কিছু বেঁধে যদি জিবে তা ছাড়ায়,
একটু ফাঁক পেলে দাঁত, জিহ্বাকে কামড়ায়।
উপকারীর উপকার তুলে, যে করে অনিষ্ট সাধন,
এ ধরার মাঝে কৃতঘ্ন জানিও সে জন।

বৃক্ষ বলে কুঠার তুমি কাটো কেন আমায়?
কুঠার কয় তোমার জ্ঞাতি ভাই, রয়েছে পাছায়।
সাধনা হলো সৌভাগ্যের প্রসূতি
অলসতা ঘঠায় অশেষ দুর্গতি।

বাল্যকালে বিদ্যার্জন করেনি যে জন,
বৃদ্ধকালে অনুতাপ যেন অরণ্যে রোদন।
মধুর বচনে শত্রু বন্ধু হয়ে যায়,
টক কথায় বন্ধু ও পালায়।

এ সংসারে 'মা' সব থেকে আপন,
সন্তানের অপরাধ রাখে সে গোপন।
সদাচারণ করো যদি শত্রুর সনে,
বেশিদিন কষ্ট সে রাখিবে না মনে।

অল্প বয়সে ভালমন্দ বোঝে না তখন,
আবেগে ঘটায় তারা শুধু অঘটন।
অচিরে হৃদয় মাঝে পরিতাপ হয়,
আজীবন জ্বলেপুড়ে করে হায়, হায়।

কল্পনায় উড়ে, মজিও না রঙিন নেশায়
বাস্তবের চাপে প্রেম জানালায় পালায়।

০৪/১১/২০১৪ ইং

হিজরত

বিশ্ব মানবের পথের দিশারি মুহাম্মাদ, (সঃ)
শত নির্যাতনেও তুমি হওনি পশ্চাৎপদ।
পথহারা মানুষের পথ দেখাতে,
ধর্মান্ধের কৃপাণ তলে বক্ষ দিলে পেতে।

হিরার আলোকে তমসা পালায়,
ধর্মান্ধ মক্কা বাসী চিনলো না তোমায়।
ন্যায় অন্যায়ের কষ্টি পাথর ঐশীবাণী,
দরদি কণ্ঠে শোনালে অশেষ প্রবোধ দানী।

ভোলাতে তোমায় কত প্রলোভন দেখায়,
অভীষ্ট ত্যাগি ভ্রুক্ষেপ করিলে না তায়।
তোমার হক্ক কথায় জ্বলে কাফেরের প্রাণ,
নিস্তব্ধ করিতে এবার নিতে হবে জান।

নীরব নিঝুম যামিনী ঢাকা তমিস্রায়,
উলঙ্গ কৃপাণ পাণী যমদূত কায়।
তোমার গৃহের চারিদিকে বসে পাহারায়,
মক্কা ছাড়ি হিজরতের আদেশ পেলে তায়।

আল্লাহর নামে বালু কণা মারিলে ছুড়ে,
তাঁহার কুদরতে কাফেরের চোখে যায় ভরে।
এই ফাঁকে নীরবে আবু বকরের দরজায়,
দোস্তের সাড়া পেলে মাত্র একটি টোকায়।

বেদনা বিধুর নিঝুম নিস্তব্ধ চরাচর,
তোমার বিচ্ছেদে 'লু' হাওয়া বহে বারবার।
নিঃশব্দে কাঁদিলে তুমি মক্কার পানে চেয়ে,
তোমার সন্তান আমার পানে আসে ধেয়ে।

স্রষ্টার আদেশ পূর্ণিতে দুইটি প্রাণ,
আঁধার মরুর বক্ষচিরে করলে প্রস্থান।
দিনের আলোয় সত্তর গুহায় অবস্থান,
ক্ষণিক পরে হাজির কাফির বেঈমান।

ভীত কণ্ঠে আবু বক্কর কয় আমরা মাত্র দু'জন,
দৃঢ় কণ্ঠে শোনালে তাঁরে আরো আসছে একজন।
কুদরতে তাঁহার বিপদ হয় বিদায়,
বহু কষ্টে, শেষে পৌঁছিলে মদিনায়।

অনুকূল পরিবেশে করলে মক্কা বিজয়,
মহা ঝঞ্জাঘাতেও সত্যের না হয় ক্ষয়।
হিজরত মানে নয়তো কভু নিছক পলায়ন,
অভীষ্ট সাধিতে, শুধু মাত্র কৌশল গ্রহণ।

৫/১১/২০১৪ ইং

শিক্ষা

সুশিক্ষা হোল জাতির মেরুদণ্ড,
অশিক্ষিত জন যেমন উপল খন্ড।
টাকা দিয়ে হয় না সব এই অবনীপরে,
মূর্খের দল সদা অকাজ কুকাজ করে।

শিক্ষা মানুষকে করেছে মহান,
অশিক্ষিত জন সদা ম্রিয়মান।
স্রষ্টার প্রথম বাণী পড় সকলে,
অবহেলায় সব যায় বিফলে।

শিক্ষিত জাতির কাছে বিশ্ব পদানত,
শিক্ষা ছাড়া জাতি কভু, হয় না উন্নত।
জ্ঞানালোকে দূরীভূত হয় মলিনতা,
তমসার পাহাড় ভেদী ওঠে নব সবিতা।

মূর্খ জাতির তরে শত ধিক্কার,
বিশ্বের দ্বারে, হাত পাতে ভিক্ষার।
শিক্ষা ছাড়া গতি নাই ধরণী পরে,
তাই কঠোর শ্রম দাও শিক্ষার তরে।

১০/০২/২০১৫ ইং

সত্যবাদী বালক

জীলান নগর হতে বাগদাদের পথে,
চলিল বালক বনিক দলের সাথে।
পিতৃ হারা এতিম মায়েরে ছাড়ি,
শিক্ষার আশে দুর পথ দেয় পাড়ি।

যাত্রা কালে উপদেশ দেয় তাঁর মাতা,
জীবন গেলেও বলিও না মিথ্যা কথা।
সম্বল একশত দীনার পকেটে ভরি,
সযতনে মাতা দিলেন সেলাই করি।

পদব্রজে সারাদিন কাফেলা চলে,
নিশিথে থামাও যাত্রা দলপতি বলে।
মরু ময়দানে শীতল হাওয়ায়,
শান্তিতে তারা অঘোরে ঘুমায়।

গভীর যামীনিতে তস্কর দেয় হানা,
মানে না তারা কভু কারো মানা।
কাফেলার মাল লুটিছে দস্যুগণ,
সুধায় বালকে তোমার আছে কোন ধন?

বলে 'মা' দিয়েছেন একশত দীনার,
রয়েছে তাহা মোর নিকটে শিনার।
বিস্ময়ে হতবাক হাত রাখে কপালে,
এ কোন বালক বিপদে সত্য কথা বলে।

জীজ্ঞাসে সংকটে কেন মিথ্যা বললে না ?
'মা' আমায় মিথ্যা বলতে করেছে মানা।
অনুতাপে দস্যুর জ্ঞান নয়ন যায় খুলি,
কৃতাঞ্জলি পুটে দাও মোরে চরণ ধূলি।

মায়ের আদেশ পালি হলো বড়পীর,
শ্রদ্ধা জানাই জীলানের আব্দুল কাদির। ২৯/১০/২০১৬ ইং

সঞ্চয়

শোন হে মুমিন ভাই কবরের কথা ভাব মনে,
অন্ধকার কবরে থাকতে হবে তোমায় নির্জনে।
লেপ-কাঁথা তোষক বালিশ ওসব কিছু নাই,
বিষধর সাপ বিচ্ছু সাথি হবে ভাই,

অন্তিম কালে তখন বিপদ হবে ভারী,
মুক্তি কিসে পাবে ফিকির করো তারি।
লক্ষ টাকা দিয়ে করছো বাড়ি-গাড়ি,
দুদিন পরে সব, যেতে হবে ছাড়ি।

সময় থাকতে সবে হও হুসিয়ার,
জীবনটা চালাও রাহেতে খোদার।
মহান দাতার কাছে রাখলে আমানত,
পরপারে অধিক হারে পাবে তা ফেরত।

নিঃস্ব নাহি হবে কেহ রহমতে তাঁহার,
বিনিময়ে সুখের ঘর দিবেন পরোয়ার।
আপন নিবাস গড়ার তরে হও যত্নবান,
ধোঁকা সদা দিচ্ছে ঐ মরদুদ শয়তান।

সাক্ষ্য দেয় হাদিস আর কুরআন,
ওয়াদা ভঙ্গ করেন না, দয়াল রহমান।

২৫/০২/২০১৫ ইং

মেহনত

সৃষ্টির সেরা রূপে সৃজিলেন মানুষ,
অলসতা করি তুমি হইলে বেহুস।
মানুষের অসাধ্য নাই কিছু ভবে,
ভাগ্যের দোষ দাও মিছে কেন তবে।

একনিষ্ঠ সাধনা, কর বারং বার
বিশাল বারিধি, মানিবে যে হার।
দুর্গম দুর্লঙ্ঘ্য ঐ শিখর হিমাদ্রির,
অবনত করেছে তার চির উন্নত শির

মেধাশূণ্য নহে কেহ এই অবনী পরে
নিরলস মেহনত, কর বারে বারে।
অকেজো লোহাতেও মরিচা ধরে,
অবিরাম ঘর্ষণে তাহা ঝক ঝক করে।

অলস মস্তিষ্ক হয় ভূতের বাসা,
কল্যাণ কর কিছু করিও না আশা।
যে কাজ করিতে তুমি করিবে মনন,
কায় মন দিয়ে কর কঠোর অনুশীলন।

সাধ্য থাকিতে যে, সাধনা না করে
শত ধিক্কার তার জীবনের পরে।

২৯/৯/২০১৫ ইং

লক্ষ্য

লক্ষ্যে যেতে না হও ক্ষ্যান্ত হেরি বন্ধুর পথ,
নব উদ্যমে চলো পূর্ণ হবে মনোরথ।
ভাগ্যের পরে দিওনা ছেড়ে কর্তব্য তোমার,
নিরলস সাধনা তুমি করো অনিবার।

চলার পথে পড়ে যদি, বাঁধার বিন্দাচল,
পদাঘাতে ভেঙে দাও সে অভেদ্য অর্গল।
অব্যয় অক্ষয় দুর্বার বেগে এগিয়ে যাও,
তুমি তো ভীরু দুর্বল অক্ষম নও।

দুর্গম গিরি সীমাহীন বিজন কান্তার,
লঙ্ঘিতে হবে দুস্তর মরু সাগর ভয়ংকর।
রাজ্য হেরে রবার্ট ব্রুস, হয়নি উদ্যম হারা
বারবার চেষ্টায় সে, পেয়েছে জয়ের ধারা।

লক্ষ্য হীন পণ্ডশ্রম নিষ্ফল হয়,
অবসন্ন হৃদয়ে সে উদ্যম হারায়।
দেখ ঐ দূরে বিজয় হাতছানি দেয়
নির্ভীক উৎসাহী জনে, ডাকে ইশারায়।

স্থির লক্ষ্যে দুর্বার বেগে হও অগ্রসর,
ভাগ্য তখন পৌছে দিবে অভীষ্টে তোমার।

২২/১১/২০১৫ ইং

হিতকথা

ক্ষণিকের তরে গর্হিত কার্জ মধুর লাগে,
অচিরে হৃদয় মাঝে পরিতাপ জাগে।
সুখের আশায় করোনা পশ্বাচারণ,
লোভের নেশা, হয় ধ্বংসের কারণ।

মানুষ সবার সেরা রেখ তাই মনে,
সদাচার করো, সদা সর্বজীব সনে।
মিষ্টি বচন বলতে বেশি কষ্ট নাহি হয়,
তবু মিষ্ট বাক্যে কেন, করো এত ভয়।

মিষ্ট বচনে তুষ্ট হয় সর্বজন,
তাই সতত বলো, সবে সুমিষ্ট কথন।
এই বিশ্ব মাঝে ছিলো যত গুনিজন,
জয় কারেছে মিষ্ট বাক্যে সকলের মন।

সুধিজন বাক্য যথাযথ করি মান্য,
চির দিন মোরা, ধরণী পরে হই ধন্য।

২৫/১১/২০১৫ ইং

ভাষা সৈনিক

ফিরো এলো মহান একুশে ফেব্রুয়ারী,
নির্ভীক ভাষাসৈনিক তোমাদের স্মরি।
মায়ের ভাষা উদ্ধারে ঝরালে তাজা রক্ত,
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি অযুত ভক্ত।

স্রষ্টার দান ভাষা তাও নিতে চায় কেড়ে,
পঙ্গপাল সম আসে ওরা তেড়ে।
নররুপি হায়েনার তিক্ষ নখরে,
বঞ্চনার তিলক আঁকে রক্তের অখরে।

নির্যাতন চালায় পাক-সেনা বাঙ্গালীর বুকে,
আহত সিংহসম বাঙ্গালি দাঁড়ায় রুখে।
বরকত জব্বার সহ আরো বহুপ্রাণ,
সম্ভাবনাময় জীবন করিলে কোরবান।

এ নির্লজ্জ আগ্রাসন দেখেনি কভু বিশ্ব,
লুটেরার দল মোদের করিতে চায় নিঃস্ব।
পশ্চিমা আগ্রাসীর পৈশাচিকতা হেরি,
বিশ্ব বিবেক তোমাদের নিয়েছে বরি।

জাতির স্বার্থ রক্ষিতে দিলে অমূল্য জীবন,
চিরদিন শ্রদ্ধাভরে মোরা করিব স্মরণ।
জাজ্বল্য ভাস্বর রবে মোদের মন মুকুরে,
পূঁজনীয় হয়ে থাক বাঙ্গালীর অন্তরে।

২৫/১১/২০১৫ ইং

অহংকার

একদা মশক এক বনের ভিতর,
উড়িতে উড়িতে হোল ভীষণ কাতর।
দেখিল অদূরে শুয়ে আছে বৃষবর,
অহংকার জাগে তার মনের ভিতর।

আমার মত শক্তিশালী কে আছে এই বনে,
কার এত বুকের পাটা লড়বে আমার সনে।
গুরুগম্ভীর গুঞ্জরণে বিষপানে ধায়,
লেজের ঘায়ে মশক ভূতলে লুটায়।

ছোট্টো মশক বলের ওজন না পেয়ে;
অহংকারে সবলের পড়ে যায় ধেয়ে।
অহংকারী হলে সে হয় বেহুস,
প্রমান তাহার দেখো যেমন ফানুস।

০৪/০১/২০১৬ ইং

জীবন দর্পণ

অকারণে সর্বদা যে মাতে উল্লাসে,
অচিরে পড়ে সে বিধাতার রোষে।
গর্বভরে চলিও না এই মেদিনী পরে,
জমিন দাবিবে না তোমার পদ ভরে।

জীবন ক্ষণস্থায়ী খাটে না বুদ্ধি বল,
আশার সায়রে যেন পদ্মপত্রে জল।
মানুষকে ঠকিও না কূট কৌশলে,
তোমাকে ঠকাতে সে আছে নিরালে।

বিপদ হেরি করো না কভু হা-হুতাশ,
সাধনায় বহিতে পারে আবার সুবাতাস।
ক্রুদ্ধ জনকে চটিও না কটু কথায়,
মিষ্ট বচন প্রলেপ দাও তার মাথায়।

অপরের বিপদে যে করে উল্লাস,
অচিরে হবে তার আপন সর্বনাশ।
অকারণে কথা বলা ভালো কিন্তু নয়,
কথার হিসাব নিবে রেখ মনে ভয়।

বেহুদা কৌতুক করোনা কারো সনে,
শয়তানি কাজ তাহা রেখ সদা মনে।
স্রষ্টাকে দেখেনা কেহ এই অবনীপরে,
লক্ষ্য কর চরাচরে তাঁর সৃষ্টির তরে।

ক্রোধ ভয়ংকর করে সে মনুষ্যত্ব বিনাশ,
আবার শুদ্ধরুপে ঘটায় প্রেরণার বিকাশ।
সঙ্গদোষে বংশে যে, করে কালিমা লেপন
অনুচিত তার এ ধরায় কালক্ষেপন।

সুখের দিনে বন্ধু জোটে বে শুমার,
দুর্দিনে তাদের দেখা পাইবে না আর,
সু-দিন কুদিনে তোমায় ছাড়ে না একজন,
অলক্ষে আছেন তিনি প্রভু নিরঞ্জন। ২৪/৮/২০২২ ইং

নামায

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে হাজার ফুল সকলি ফুটিল।
ওঠ হে মুমিন বান্দা নামাজ পড় সবে,
দয়াল রহমান খুশি হবেন তবে।

নামায না পড়লে বান্দা যাবে জাহান্নামে,
টাকা-কড়ি দালান বাড়ি আসবে না কামে।
ইবলিস সবসময় দিচ্ছে তোমায় ধোঁকা,
মরণ আসবে যেদিন বুঝবি তখন বোকা।

শেষকালে বুঝলে কোন কাজ হবে না,
সময় থাকতে বোঝ ওহে দিন কানা।
নামাজ জান্নাতের চাবি রেখ তাহা মনে,
শুধুমাত্র নামাজ যাবে যে তোর সনে।

১০/৬/২০২০ ইং

শ্রাবণে

শ্রাবণের আকাশ আজ মুখ করেছে ভার,
ঘনাবলী মাঝে ক্ষণ প্রভা, চমকায় বারবার।
আদিগন্ত গগন অম্বুদ মালায় গিয়েছে ঢাকি,
ক্ষণে ক্ষণে গম্ভীর নাদে তাই উঠিছে ডাকি।

তপন লুকিয়ে আছে, ঘোর অন্ধকার,
মিহির বিরহে অশ্রু ঝরিছে নিরন্তর।
মাঠঘাট জলে ভরা করে থৈই থৈই,
কৃষাণ বধূ ডেকে ফেরে বলে তৈই, তৈই

পাট ক্ষেতে হাটুজল তলিয়ে গিয়েছে ধান,
নদীতে মাঝি ধরেছে ভাটিয়ালী গান।
মাঠ ভরা জলে ভাসিয়ে কলার ভেলা,
তুলিছে শাপলা শালুক আর কাট শোলা।

ভরা বিলে পানকৌড়িরা করছে জলকেলি,
সাদা বক দাঁড়িয়ে আছে একপা তুলি।
ডাহুক, ডাহুকি ডাকে বসিয়া বাসায়,
কাদা খোঁচা পোকা খোজে নরম কাদায়।

নিদাঘের রুক্ষ বনানী পেয়েছে নতুন প্রাণ,
চরাচরে আজ শুধু সবুজের জয়গান।
নদী তীরে কাশবন সেজেছে শুভ্র মুকুট পরি,
বুনো ফুল ফোটে বনে দিক উজলা করি।

গাঁয়ের লোক হাটু জল ভাঙ্গি গঞ্জে যায়,
কিষানেরা চাষ করে ভিজে জল কাদায়।
ঘোলা জলে তরঙ্গ তুলি নাচিছে তটিনী বালা,
উদ্যত বক্ষা নটিনি সম অঙ্গে যৌবন জ্বালা।

শ্রাবণ ঢলে পুষ কলেবর দুর্বার বেগে ধায়,
সাগর সনে সংগম আসে তর নাহি সয়। ০৮/১০/২০১১ ইং

উমরের ইসলাম গ্রহণ

কুরাইশ সর্দার মক্কাবাসীকে করে আহ্বান,
নিঃস্ব মুহাম্মাদ, বাপদাদার ধর্মের করে অপমান।
একযোগে সবাই বলে আনো ওকে ধরে,
শেষ করে দাও, মুখ বন্দ হবে চিরতরে।

কে আছো উদ্যত জোয়ান মহাবীর?
খঞ্জরে কাটবে আজ মোহাম্মদের শির।
কৃপাণ পাণি যমদূত কায় বিশাল বুকের পাটা,
চক্ষু করি লাল উমর বলে সরাবো পথের কাটা।

উলঙ্গ শমশির হাতে, মহাবেগে ধায়,
পথে তাঁর বন্ধুর সাথে দেখা হয় যায়
শুধায় উমরে ভাই কোথা যাও তুমি?
পথ ছাড়ো, মুহাম্মাদের শির উড়াবো আমি!

দোস্ত হেসে কয়, শোন হে মহাবীর
খবর রাখ কী তোমার বোন বোনাইর।
আপন ঘর রেখে ছুটিছো পরের তরে,
হুঙ্কার ছাড়ি চলিল সে বহিনের ঘরে।

দেখিল বহিন কুরআন পড়িছে ধীরে।
বহ্নিসম জ্বলি ধমাধমা প্রহারে তাঁরে।
রক্ত রঞ্জিত কলেবরে লুটায় জমিন পড়ে,
লজ্জিত উমর আনত নয়নে উঠায় তাঁরে।

দাও মোরে তুমি পড়িতে ছিলে যাহা,
বলে অজু বিনা পড়া যায় না তাহা।
অজু করি ভক্তিভরে পড়িল উমর,
অশ্রু ধারে গলিল হৃদয় পাথর।

কোথা আছে মুহাম্মাদ চলো তাঁর কাছে,
বিলম্ব না সহে সত্যের ডাকে হৃদয় নাচে।
দেখে মুহাম্মাদ কৃপাণ পাণি উদ্যত উমর,
পরশে নবীর মোম সম করিল গুমর।

কৃতাঞ্জলি পুঁটে লুটায় চরণ পরে,
হৃদয় কালিমা ধুয়ে যায় নয়নাসারে।
জীবন নাশিতে এসেছিল যে মহাবীর,
পরশে নবীর চরণ তলে ফেলিল শমশির।

০৫/০৯/২০১১ ইং

আশা

আশার কুহকে নর ছুটিছে নিরন্তর,
নিরবধি ঘুরাইতেছে বর্তুল আকার।
কুহকে তাহার গিরি দরি কান্তার,
অবিশ্রান্ত নর লঙ্ঘিছে অনিবার।

জীবন যুদ্ধে শ্রান্ত জনে,
না চাইছে সদা সন্তর্পণে।
মুমূর্ষু চাঙ্গা হয় পেয়ে তাহার প্রসাদ,
নিরাশ হৃদয় সায়রে বিকশিত কোকনদ।

আশা বিনা এ ধরা অচল গতিহীন,
দেখায় সে সবার চোখে জগৎ রঙিন।
আশার ইন্ধনে সচল এ ধরণী,
জগৎ চালিকা আশা কুহকীনি।
সদা সচেষ্ট সে বিশ্ব হিততরে,
চক্রাকারে ঘুরায় অর্বাচীন নরে।

০১/০১/২০১৮ ইং

ভাসমান সেতু

একবিংশ শতাব্দীর আজব বিস্ময়,
সপ্তাশ্চর্য না হলেও কম কিছু নয়।
আদিকাল হতে ঝাঁপা ছিল পানিবন্দি,
মুক্তির তরে খাটেনী কারো কোন ফন্দি।

প্রগতির যুগে বিশ্ববাসী যখন সুখে,
অব্যক্ত মর্মবেদনা এ জনপদের বুকে।
শত আবেদন আকুতি মিশেছে জলে,
কেহ বোঝেনি তাদের ব্যথা, কোন কালে।

কতিপয় যুবকের মনে জাগে শুভ বুদ্ধির,
মানুষের কাছে মাথা নত হয়েছে শিখর হিমাদ্রির।
শত বাঁধা লুটিয়েছে মানুষের পদতলে,
চিরকাল দমিয়ে রাখিবে বাওড়ের জলে।

সৃষ্টির সেরা মানুষ লঙ্ঘিব জল রাশি,
ভারী, ভারী মালতো আসে জলে ভাসি।
এতোটুকু জল চির কাল দেখাবে ভয়,
যেকোন কৌশলে এ বাঁধা করিব জয়।

উর্বর মস্তিকের ঐকান্তিক সাধনার ফলে,
ভাসমান সেতু দৃশ্যমান বাওড়ের জলে।
জ্ঞান বুদ্ধি শ্রম এ তিনের সমন্বয়ের ফলে,
জলের পরে আজ বাষ্পীয় শকট চলে।

অদম্য উৎসাহী যুবকের সাধনার তরে,
শতাব্দীর জগদ্দল পাথর গিয়েছে সরে।
দমাতে পারে না বাঁধা থাকে যদি মনোবল,
শত কষ্ট পায়েদলি মেলে অভীষ্ট কর্মফল।

যতদিন রবে ভবে সেতু ভাসমান,
তোমাদের সুকীর্তি ততদিন না হবে ম্লান। ১৫/০৭/২০১৮ ইং

শ্রম

কীর্তিবান হতে হলে পরিশ্রম কর সবে,
অলস বিখ্যাত ধরায় হয়েছে কবে।
সাধ্য থাকিতে যে করে অন্যের আশ,
নিজেই ডেকে আনে আপন সর্বনাশ।

এ জগতে জন্মেছে যত খ্যাতিমান,
শ্রমকে করেছে তারা অধিক সম্মান।
অনায়াস লব্দ ধনে ঘৃণা করো সবে,
শ্রমার্জনে তুষ্ট থাকো তুমি এই ভবে।

পরিশ্রম হয় সৌভাগ্যের প্রসূতি,
পর নির্ভর বিশ্বে মূর্তিমান দুর্মতি।
ব্যাঘ্র যদি ক্ষুধায়, মারা পড়েও যায়,
কুকুরের ন্যায় উচ্ছিষ্ট সে, কখনোই না খায়।

নিজ শ্রমার্জনে রয়েছে গৌরব,
করুণার ধনে নাই তেমন সৌরভ।

১৫/৩/২০১৮ ইং

বৈশাখী তাণ্ডব

নিদাঘের তপন তাপে ঘাম ছোটে দরদর,
ঈশান কোনে গম্ভীর নাদে গর্জিছে জলধর।
গগন ললাট আবরিত নিরোদ মালায়,
বিভীষিকা ময় পুনঃপুন বিজলি চমকায়।

কৃতান্ত রূপি কালবৈশাখী আসে ধেয়ে,
রুদ্র রুপে দিগন্তের পরে যায় বয়ে।
তাণ্ডব নৃত্যে বৃক্ষ শাখা ভেঙে চুরমার,
অশনি সম্পাত হইতেছে বারবার।

বল্গাচুৎ তুরঙ্গসম মহানন্দে নাচে,
প্রাণভয়ে বিহঙ্গেরা উড়িতেছে গাছে।
ক্রুদ্ধ প্রকৃতি আজ রুদ্র মূর্তি করেছে ধারণ,
ত্রাহি ত্রাহি রবে স্রষ্টায় করিছে স্মরণ।

দলিত মথিত করি শ্যামল বনানী,
হেয়ালী হাসি হাসে রন রঙ্গিণী।
ক্ষণিক উল্লাসে মাতি করে মহা ক্ষতি,
বিশ্ব মাঝে ঘটায় অশেষ দুর্গতি।

১৪/৮/২০১১ ইং

রবি স্মরণে

ওগো দেবেন্দ্র নাথর আদরের ধন,
বঙ্গবাসী করবে তোমায় আজীবন স্মরণ।
হে জোড়া সাঁকোর মহার্ঘ রতন,
তুমি বাঙ্গালীর শিরো ভূষণ।

ওহে বঙ্গবাসীর হৃদয় গগন রবি,
ভক্তেরা প্রাণের অর্থ নিবেদিছে সবি
সাহিত্যাকাশে তোমার অবাধ বিচরণ,
সাহিত্যের সকল শাখায় আলোক বিচ্ছুরণ।

গগন রবির আভায় বিশ্ব আলোকিত,
মর্ত রবির প্রভায় হয় বঙ্গ উদ্ভাসিত।
জল গর্ভ নিরোদপুঞ্জ করে বারি বর্ষণ,
তোমার কণ্ঠ করেছে গীতি নিঃসরণ।

শিলাইদহে নাও বিহারে করিতে রচনা,
কুঠিবাড়ির স্মৃতি হেরি উথলে হৃদয় বেদনা।
ভাস্বর আজও তোমার প্রতিভার স্বাক্ষর,
জগৎবাসী করছে তোমার মেধার কদর।

তোমার পরশে বাংলা বিশ্বে মহীয়ান,
নোবেল পুরস্কারে তোমায় দিয়েছে সম্মান।
অকস্মাৎ ছাড়িলে তুমি নশ্বর ভুবন,
তোমাকে হারিয়ে বঙ্গ করিছে রোদন।

আজও ভোলেনি বাঙ্গালি ঐ রাতুল চরণ,
হৃদ পিঞ্জরে তোমায় সবে করেছে বরণ।
চন্দ্র-সূর্য যতদিন করবে আলো বিতরণ
তোমার স্মরণে হবে বাঙ্গালীর হৃদয় ক্ষরণ।

১২/০২/২০১৮ ইং

তালপাতার পাখা

নিদাঘের দাবদাহে তাল পাতার পাখা,
তোমার ছোয়ায় যেন ষোড়সীর পরশমাখা।
তাপদগ্ধ দেহে তোমার পরশ যেমন,
প্রেয়সীর প্রেমপূর্ণ মধুর আলিঙ্গন।

গ্রীষ্মের খরতাপে তোমায় দিলে নাড়া,
ঝরে প্রাণতোষিনী স্বর্গীয় পীযুষ ধারা।
তপন তাপে দরদরিয়ে স্বেদ বিন্দু ঝরে,
ব্যস্ত তুমি প্রিয়ার মত বাতাস করার তরে।

সুপ্তসুতের শিয়রে বসি জননী যেমন,
অঞ্চল সঞ্চালনে করে মশক নিধন।
মায়ের মত নিঃস্বার্থে কর তুমি সেবা,
স্বার্থ শেষে তোমায় আর মনে রাখে কেবা

উপকারীর উপকার যে জন যায় ভুলে,
অকৃতজ্ঞ সে জন তাই সর্ব শাস্ত্রে বলে।

২৭/ ০৯/২০১১ ইং

স্নেহময়ী বাংলা

স্বর্গীয় নন্দন কানন সম এই বাংলাদেশ,
সদা যৌবনা তার রূপের নাইকো শেষ।
তুলনা নাই কোথাও তার এই অবনীপরে,
ক্ষীন তোয়া তটিনী বইছে ধীরে ধীরে।

স্বচ্ছ সলিলে মরাল সম সাম্পান চলে,
জাহাজ ডিঙ্গা ভাসছে নীল সাগরের জলে।
সবুজ বনানী সেজেছে হরেক রকম সাজে,
কোকিলের সুর লহরি কুহু কুহু রবে বাজে।

সুফলা বাংলার মাটি কৃষকের প্রান,
বাঙ্গালীর গর্ব এসব স্রষ্টার মহাদান।
জল-স্থল পাহাড় সব সম্পদে ভরা,
পাখির কলতানে মুখরিত বসুন্ধরা।

আম্র-মুকুলের গন্ধে ভ্রমর পাগল পারা,
নীল গগনে শোভিছে চন্দ্র সূর্য তারা।
ষড় ঋতুর আবর্তনে বসন্তের আগমন,
খুশির দোলায় দোলে বঙ্গ ললনার মন।

বাঙ্গালীর সুখের তরে দিয়েছো বক্ষ পাতি,
দুষ্ট সন্তানের জ্বালাতন সহিছো দিবস রাতি।
স্নেহময়ী বাংলা পুজনীয় বঙ্গ ভূমি,
ধন্য হয়েছি তোমার সরস বক্ষ চুমি।

বঙ্গসন্তান মোরা এক বৃন্তে উঠব ফুটে,
স্নেহমীয়র স্নেহ নিঃশেষে লইব লুটে।
মন মাঝে করি সদা এই আকিঞ্চন,
অন্তিমে দেশমাতৃকার বুকে শান্তিতে শয়ন।

৩১/০২/২০১৩ ইং

ঝর্ণা

চপলা লাস্যময়ী শুভ্র বর্ণা,
মোহিনী ছন্দে নেচে চলে ঝর্ণা।
চঞ্চলা গতিময়ী অদ্রি কন্যা,
পাষানের বুক ভেদী গলিত পান্না।

একতালে গেয়ে চলে মধুর ভাষ্যে,
লোচন রঞ্জন রূপসীর লাস্যে।
পাহাড় চারি জীবে তোষে বক্ষসুধা দানী,
স্নেহময়ী মাতৃসমা পাহাড়িয়া রানী।

ক্ষীন কায়া পাহাড় জায়া কুল, কুল আরাবে,
স্রষ্টার স্তুতি গান গাইছে সদা সরবে।

২৩/০৩/২০১৫ ইং

বঙ্গ শার্দুল স্মরণে

ওগো স্বাধীনতা কামী বঙ্গকেশরী,
বেদনা বিধুর চিত্তে তোমাদের স্মরি।
সুজলা সুফলা এই বাংলার মাটি,
করিতে চায় ওদের শোষনের ঘাটি।

পশ্চিমা ক্ষুধিত সারমেয় রসনা বিস্তারি,
পালে পালে আসে সব ঘৃণিত শবাহারি।
দর্শন বিকাশী বাঙ্গালী নিধন যজ্ঞে মাতে,
রঞ্জিল বাংলা ত্রিশ লক্ষ শহিদ শোণিতে।

নর রুপি পশুর দল করে পশ্বাচারণ,
বঙ্গ-ললনার ভালে করে কলঙ্ক লেপন।
বঙ্গ জননীর আর্তনাদে টলে বিধাতার আসন,'
কাঁপেনি সে দিন ঐ নির্দয় হায়েনার মন ।

অশ্রুত পূর্ব বিচার বৈষম্য করি অবধান
বঙ্গ কুঞ্জর অবলীলায় জীবন করিল দান।
ভস্মাচ্ছাদিত বৈশানর বাত্যাঘাতে দিপ্যমান,
যেমনি আহত শার্দুল হুংকারী হয় ধাবমান।

জল-স্থল বিজন কান্তারে অমিত বিক্রমে লড়ে,
বাংলার জমিনে আগ্রাসীর কবন্দ রয় পড়ে।
অকুতোভয় বঙ্গ দামালের ঐক্য তাড়নায়,
ভীরু শ্রীগাল অস্ত্র ত্যাগী চকিতে পালায়।

জাতির হেনস্থা প্রত্যক্ষ করি কাঁদিল মহৎপ্রাণ,
রাহুমুক্ত হলো জাতি পেল যে পরিত্রাণ ।
অনাহার অনিদ্রা ক্লেষ্ট দেহে মহাকষ্ট সহি,
তমিস্রা ভেদী লাল সবুজ কেতন দেখিল মহি।

ধলেশ্বরী, মেঘনা, যমুনা বহে যত দিন
তোমাদের কীর্তিগাঁথা না হবে মলিন। ২০/০১/২০১৬ ইং

নিন্দুক

পরম সুহৃদয় তো সেই জনা,
যে করে মোর সমালোচনা।
নিজ দোষ যদি চাও জানিবার,
নিন্দুক সন্নিধানে পাবে সন্ধান তাহার।

দোষ ঢাকি গুন শুধু গায় যে জন,
বন্ধুবেশে সে হয় অদৃশ্য দুশমন।
নিন্দুকের স্বভাব দোষ খোঁজা,
সে কারণে চলতে হয় সোজা।

নিন্দুকের ন্যায় বান্ধব নাইকো আর,
অগোচরে সবার সে করে উপকার।
নিন্দুক থাকা ভাল ধরনী পরে,
যুগ যুগ মানব কল্যাণ তরে।

১২/০৫/২০১৮ ইং

মাধবকুণ্ড

সৌন্দর্যের লীলাভূমি মাধবকুন্ড ঝর্ণা,
ঝর ঝর ঝরে সদা বিচিত্র বর্ণা।
শুভ্র রজত ধারা বুকে করেছে ধারণ,
পাষাণ ভেদী ফেনা পুঞ্জ করছে উদগীরণ।

বাংলার বৈচিত্র ময় সুষমার লীলাভূমি,
দুগ্ধ ধবল অম্বুরাশি নাচে মোহিনী ছন্দ তুলি।
প্রভাতে প্রপাতের জলে রংধনু করে খেলা,
ছল, ছল ছন্দে বয়ে চলে সারা বেলা।

স্বচ্ছ শুভ্র জলরাশির শোভা হেরি,
জল কেলী করে সব ডানাহীন পরি।
ঐ মোহিনী রূপের আকর্ষণে করি আকিঞ্চন,
নির্জনে বসে থাকি আরো কিছুক্ষণ।

এই মনোরম শোভা যে করেনি দর্শন
বোঝানো যাবে না তাকে করিয়া বর্ণন।
এ অপরুপ শোভা যে করেছে সৃজন,
না জানি কত সুন্দর সেই মহাজন।

২৪/০২/২০১৯ ইং

তাজমহল

পত্নীহারা বেদনা বিধুর শাজাহান,
গড়িল অমর কীর্তি তা আজো অম্লান।
যমুনা পুলিনে মর্মর সৌধ দাড়িয়ে,
মনোহর রূপ সব অঙ্গে জড়িয়ে।

শতাব্দী ধরে অক্ষয় অবিচল,
ও যে প্রেমের স্মৃতি তাজমহল।
কত কারিগরের শ্রমের ফসল,
মিশে আছে প্রেমিক চোখের জল।

প্রেমের নিদর্শন চির ভাস্বর রয়,
বিরহের আকুতি মৌন ভাষে কয়।
প্রেয়সীর স্মৃতি ভোলেনি শাজাহান,
অক্ষয় কীর্তি সৃজিল প্রেমিক প্রাণ।

দুর্লভ মনি মুক্তার সমাহার,
অপরুপ সুষমার আধার।
শুধু শিল্পীর আঁচড়ে বাড়েনি তাজের ঢং,
মিশে আছে শাজাহানের মন মাধুরীর রং।

০৫/১২/২০১৫ ইং

আসল বাদশা

দিল্লীর শাহি দরবারে এক মোসাফির,
বাদশার কাছে মাগিবে ভিক্ষা নত করি শির।
দুয়ারে দুয়ারে মাগি দীনতা না ঘোচে,
আশা জাগে যাব শাজাহানের কাছে।

দিল্লির অধিশ্বর আছে মহা সুখে,
এমনি রঙ্গিন আশা, ভরা তার বুকে।
দেখে দরবারে নাই, গিয়েছে ভজনালয়ে,
চলিল ফকির মসজিদে নিজের দায়ে।

দেখিল দুহাত তুলি বাদশা শাজাহান,
মাগিছে ভিক্ষারী সম অশ্রু ভরা দু'নয়ন।
ফিরিল ফকির, জ্ঞান চক্ষু যায় খুলি,
ভিক্ষারীর কাছে এসেছি মহাজনে ভুলি।

যাঁচিছে যাঁহার কাছে দিল্লি অধিশ্বরে,
আমিও মাগি না কেন সেই অবিনশ্বরে।

০৫/১২/২০১১ ইং

শরৎ

শুভ্র মেঘের ভেলায় শরৎ আসে,
বলাকা ঝাঁকে, ঝাঁকে আকাশে ভাসে।
শিউলি ফুল ঝরে পড়ে সকাল বেলায়,
বালিকারা মালা গাঁথী সাজায় গলায়।

শরতে তালের পিঠা খাইবার ধুম,
তাল কুড়াতে নিঁশিথে চোখে নাই ঘুম।
খালে বিলে বিকশিত শালুকের হাসি,
কুসুম কানন ভরা ঐ সুষমা রাশি।

রক্ত-কমল ফুটে হাসে খল, খল
শান্ত সরোবরে জলে করে টলমল।
শরতে মলয় মারুত দেয় হিল্লোল,
দিঘি ভরা জলে ওঠে মৃদু কল্লোল।

সরসিতে চঞ্চলা শফরী দেখাতে রজত কান্তি।
স্বচ্ছ জলে ডিগবাজী খায়, নাই যেন ক্লান্তি।
কাঁশবন সেজেছে শুভ্র মুকুট পরি,
উল্লাসে মাতে মাঝি ভাটিয়ালী ধরি।

শারদ শঁশী অকাতরে বিলায় কৌমুদি,
সে আভায় হেসে ওঠে সারা বসুমতি।

১৯/১১/২০১১ ইং

জননী জন্মভূমি

শান্তি দায়িনী ও আমার বঙ্গ জননী,
মেলে নাকো এত সুখ খুঁজে সারা অবনী।
তোমার বনে সুখে চরে চঞ্চল হরিণী,
বন সম্পদ পাহারা দেয় বীর সেনানী।

নীল জলে টল, মল করে সব তটিনী,
সরসী উজালা করি হাসে ঐ নলিনী।
প্রাতঃস্নানে শুদ্ধ-চিত্তে হাসে বঙ্গ কামিনী,
ভোরের সমীরণে নেচে ওঠে ধমনী।

তাপদগ্ধ দেহে পরশ বুলায় মৃদু পাবনী,
শ্রান্ত তনু তরুছায়ে জুড়ায় বঙ্গের কৃষাণী।
তারার সনে হেসে কাটায় সারা যামিনী,
জ্যোৎস্না রাতে রূপ যে তোর সোনার বরণী।

বৈশাখে রূপ ধরিস তুই রণ-রঙ্গিনী,
অনিল হিল্লোল উদাসী তরুনী।
শত মুখেও ফুরায় না তোর গুনের কাহিনী,
বাঙ্গালীর সুখে হাসে গগনের রোহিনী।

সদা করি এই আকিঞ্চন দিবস যামিনী।
তোমায় করতে পারি বিশ্বমাঝে গরবিণী।

১২/১০/২০১৩ ইং

বিষণ্ন বিদায়

বিদায় বিচ্ছেদ অনলে দহিছে অধম,
বিষণ্ন হৃদয়ে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম।
বিষাদে কাঁদিছে হিয়া বাক নাহি সরে,
অতীতের শত স্মৃতি কাঁদায় বারে বারে।

জড় বৃক্ষে বিষাণ কাঁদে নিরবে,
অব্যাক্ত যন্ত্রনা মোর গুমরায় সবে।
যাইতে চাহে না মন এই পরিবেশ ছাড়ি,
উদ্দেশ্য সাধিতে বাঁধার গিরি দিতে হবে পাড়ি।

যাঁদের সৌজন্যে জ্ঞানের আলো পেয়েছি আমি,
বিনিময়ে অশিষ্টাচার করেছি দিবস যামী।
সীমাহীন অপরাধ ক্ষমি দিয়েছেন শিক্ষা,
তাঁদের পদ রাজিবে দাসানুদাস যাঁচে ভিক্ষা।

জ্ঞানি গুনি সুধি জনে করবেন আশির্বাদ,
ধন্য হয় জীবন মোর পূর্ণ মনের সাধ।

২৮/০৯/২০১৪ ইং

প্রেম নিরবে কাঁদে

কুক্ষণে আমি দেখিলাম তোমায়,
ধিকি ধিকি জ্বলে হিয়া, মরি বেদনায়।
শিশুকালে পাঠশালে পড়িবার কালে,
কত খুনশুটি করিতে তুমি হরেক ছলে।

না দেখিলে ক্ষন কাল ঐ চাঁদ বদন,
হারিয়ে গিয়েছে বুঝি অমূল্য রতন
মান অভিমানে কেটেছে বারটি বর্ষ,
ধন্য হয়েছি পেয়েছি তোমার প্রেমের পরশ।

কত স্মৃতি রয়েছে মন মুখরে আঁকা,
আজ দু-জনার পথ দু-দিকে হয়েছে বাঁকা।
রাহুগ্রাসে যেমন পূর্ণিমার শঁশী,
গ্রাসিল জীবন মোদের অমানিশার মসি।

অভিভাবকের জেদের বলি হয়েছি মোরা,
জিয়ন্তে হয়েছি তাই মৃতের পারা।
মহিরুহে বিঁধিলে বিষান কাঁদে নিরবে।
অরণ্যে রোদন সম তাই কাঁদি এই ভবে।

২০ /১৮/২০১৪ ইং

আষাঢ়

আষাঢ় গগনে ওড়ে কৃষ্ণ বলাহক,
নীড়ের খোঁজে চলেছে সাদা বক।
বাহিরে কে যায় ঘরে ফিরে আয়
নদীর ওপারে বেলা ডুবে যায়।

এখন বন্ধ হবে খেয়া পারাপার,
আষাঢ়ের দেয়া ঝরে ঝর ঝর।
ঘোলাজলে ভরে ছোট, ছোট খাল,
ছোট মাছ ধরে সবে ফেলাইয়া জাল।

নতুন জলে নাচে কোলা ব্যাঙ
গাল ফুলিয়ে ডাকছে ঘ্যাং ঘ্যাং।
চাষী ভাই চাষ করে নতুন জলে,
পাতি হাঁস ভেসে চলে দলে দলে।

নিদাঘের শেষে এলো বরষা,
কৃষকের মনে জাগে নব ভরসা।
ক্ষণে ক্ষণে কাঁদে ঐ মেঘের কন্যা,
বাঙ্গালীর ঘরে, ঘরে বয় খুশির বন্যা।

১৪/০২/২০১৫ ইং

পরার্থে

বিশ্ববাসী তোমায় সম্মান না দেয়,
মনো দুঃখে করোনা হায়, হায়।
পরের হিতে সফলতা সদ্য বিদ্যমান,
মহান সে ধরা মাঝে জানিও ধীমান।

পরের শুভাকাঙ্খী দেখ শকুনী,
পঁচা লাশ খেয়ে সাফ করে অবনী।
পরক্ষে অশেষ কল্যান সাধে মানবের,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কেহ করেনা খাতের।

পরিবেশ সুন্দর রাখা ব্রত যে তাহার,
সুযশের পত্যাশী নয় সে কাহার।
স্বার্থের দাস সেই নীচু মন যার;
আপন ভাবনা শুধু এ জগতে সার।

দেখ এ বিশ্ব পরে যত গুনিজন,
নিঃস্বার্থে পরের সেবা করে অনুক্ষণ।

২৭/ ০২/২০১৫ ইং

কৃতঘ্ন

জৈষ্ঠের খরতাপ অগ্নিসম ঝরে,
বিন্দুমাত্র ছায়া নাই এই চরাচরে।
কৃষকেরা চাষ করে মাঠের ভিতর,
দ্বিপ্রহরের রৌদ্রদাহে ভীষণ কাতর।

মাঠের ধারে বট বৃক্ষ ছায়া সুনিবিড়,
শ্রান্ত দেহ জুড়াইতে কৃষকের ভীড়।
ছায়ায় বসে শ্রান্ত দেহে স্বস্তি ফিরে পায়,
দাবদাহের কষ্ট তারা ভোলে যে ত্বরায়।

কেহ বা উঠিয়া গাছে ভাঙ্গে তার ডাল,
কাস্তে হাতে কেহ আবার, কাটে তার ছাল
সবাই মিলে সমালোচনা করে শুরু,
অকর্মা দেখ এই যে বিশাল তরু।

স্বাধহীন ফল এর যায় না তা খাওয়া,
ফলেনা ফসল ডাল পাতায় ছাওয়া।
উপকারীর উপকার যে করে না স্বীকার,
উপরন্ত অনিষ্ট সাধন করে সে তাহার।

কৃতঘ্ন সে জন সবে, জানিও নিশ্চয়,
মানুষ নামের কলঙ্ক সে এই ধরায়।

০৮/০১/২০১৬ ইং